১ ডিসেম্বর ২০১৭

মানবাধিকার প্রতিবেদন

১-৩০ নভেম্বর ২০১৭

পর্ব ১ঃ বাংলাদেশ ও এর প্রতিবেশী সংক্রান্ত বিষয়

মিয়ানমারে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির ওপর গণহত্যা

ভারত সরকারের আগ্রাসী নীতি

পর্ব ২ঃ জাতীয় বিষয়সমূহ

প্রধান বিচারপতির পদত্যাগ এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

কারাগারে মৃত্যু

নির্যাতন, মর্যাদাহানিকর আচরণ ও জবাবদিহিতার অভাব

গুম

গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা

'চরমপন্থা' ও মানবাধিকার

পিলখানা বিডিআর বিদ্রোহের মামলায় হাইকোর্টের রায় ঘোষণা

রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন ও সহিংসতা

বিরোধীদলের নেতাকর্মীদের ওপর গ্রেফতার, দমন-পীড়ন এবং সভা-সমাবেশ ও মিছিলে বাধা

মত প্রকাশ ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ

শ্রমিকদের অধিকার

ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানবাধিকার

নারীর প্রতি সহিংসতা

মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে প্রতিবন্ধকতা

পর্ব ৩ ঃ সুপারিশ

অধিকার মনে করে ‘গণতন্ত্র’ মানে নিছক নির্বাচন নয়, রাষ্ট্র গঠনের-প্রক্রিয়া ও ভিত্তি নির্মাণের গোড়া থেকেই জনগণের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় নিশ্চিত করা জরুরি। সেটা নিশ্চিত না করে যাত্রা শুরু করলে তার কুফল জনগণকে বয়ে বেড়াতে হয়। রাষ্ট্র পরিচালনার সমস্ত ক্ষেত্রে জনগণ নিজেদের ‘নাগরিক’ হিসেবে ভাবতে ও অংশগ্রহণ করতে না শিখলে সরকার ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা হিসেবে ‘গণতন্ত্র’ গড়ে ওঠে না। নাগরিক হিসেবে নিজেদের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় এবং মানবিক চাহিদা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে শাসন ব্যবস্থার নিম্ন স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত জনগণের অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্ত নেবার ব্যবস্থা গড়ে না উঠলে তাকে ‘গণতন্ত্র’ বলা যায় না। অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্ত নেবার প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে নিজের অধিকার ও দায় সম্পর্কে নাগরিকদের উপলব্ধি ঘটে এবং তার মধ্যে দিয়েই অপরের অধিকার এবং নিজেদের সমষ্টিগত স্বার্থ ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া ও তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়। এর কোন বিকল্প নাই। জনগণের সামষ্টিক ইচ্ছা ও অভিপ্রায় যে মৌলিক নাগরিক ও মানবিক অধিকারকে রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে সংসদের কোন আইন, বিচার বিভাগীয় কোন রায় বা নির্বাহী কোন আদেশের বলে সেই সমস্ত অধিকার রহিত করা যায় না। তাদের অলঙ্ঘনীয়তাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

ব্যক্তির মর্যাদা অলঙ্ঘনীয়। প্রাণ, পরিবেশ ও জীবিকার নিশ্চয়তা বিধান করা ছাড়া রাষ্ট্র নিজের ন্যায্যতা নাগরিকদের কাছে প্রমাণ করতে পারে না। বাংলাদেশের মানবাধিকার কর্মীদের গণভিত্তিক সংগঠন *অধিকার* ব্যক্তির মর্যাদা সমুন্নত রাখবার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সমস্ত মানবিক ও নাগরিক অধিকার এবং দায়িত্ব রক্ষা ও পালনের জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের মানদণ্ড ঐতিহাসিক লড়াই-সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে মানবেতিহাস অর্জন করেছে এবং এইসব নাগরিক ও মানবিক অধিকারের সার্বজনীনতা নানান আন্তর্জাতিক ঘোষণা, সনদ ও চুক্তির মধ্যে দিয়ে আজ বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এই কারণে *অধিকার* বাংলাদেশের মানবাধিকার আন্দোলনকে নিছকই রাষ্ট্রের হাতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ‘ব্যক্তি’কে রক্ষার ব্যাপার মাত্র বলে মনে করে না; বরং ব্যক্তির নাগরিক ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন ও সংগ্রামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করে। এই লক্ষ্য নিয়েই *অধিকার* বাংলাদেশের জনগণের নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষায় মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। ২০১৩ সালের অগাস্ট মাস থেকে রাষ্ট্রীয় হয়রানি ও প্রতিবন্ধকতার মধ্যে থেকেও *অধিকার* ২০১৭ সালের নভেম্বর মাসের তথ্য উপাত্তসহ এই মানবাধিকার প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদনে ব্যবহৃত তথ্যগুলো *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মী এবং জাতীয় দৈনিক পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

১-৩০ নভেম্বর ২০১৭*

মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধরন			জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	মোট
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড	ক্রসফায়ার		১৫	১৭	১৯	৮	৮	১২	১৭	৯	২	১১	১১	১২৯
	গুলিতে নিহত		১	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	১
	নির্যাতনে মৃত্যু		০	০	১	১	১	১	১	১	২	৩	১	১২
	পিটিয়ে হত্যা		০	০	০	১	০	০	০	০	০	১	০	২
	মোট		১৬	১৭	২০	১০	৯	১৩	১৮	১০	৪	১৫	১২	১৪৪
গুম			৬	১	২১	২	২০	৭	৩	৬	১	৮	৫	৮০
কারাগারে মৃত্যু			১	৫	৪	২	৪	৬	৭	৪	৮	৫	৮	৫৪
বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন	বাংলাদেশী নিহত		২	২	০	২	০	৪	২	০	৩	৩	২	২০
	বাংলাদেশী আহত		৩	৯	৩	১	৩	৫	৪	০	০	৫	৫	৩৮
	বাংলাদেশী অপহৃত		৫	১	১	৪	১	২	৯	১	১	২	০	২৭
	মোট		১০	১২	৪	৭	৪	১১	১৫	১	৪	১০	৭	৮৫
সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ	নিহত		০	১	০	০	০	০	০	০	০	০	০	১
	আহত		২	৩	০	২	২	১	২	০	১	৩	৫	২১
	লাঞ্ছিত		০	১	০	১	০	০	১	০	৩	১	০	৭
	হুমকির সম্মুখীন		০	৪	৩	০	০	২	০	১	০	০	১	১১
	মোট		২	৯	৩	৩	২	৩	৩	১	৪	৪	৬	৪০
রাজনৈতিক সহিংসতা	নিহত		৫	৭	৬	১২	১১	৬	৩	৪	৮	৬	২	৭০
	আহত		২১৭	৩২৫	৪২৮	৫৯৫	৫৭৫	৩২৫	৩০৮	২৫৫	৪২৮	৩৫২	৩৬৯	৪১৭৭
	মোট		২২২	৩৩২	৪৩৪	৬০৭	৫৮৬	৩৩১	৩১১	২৫৯	৪৩৬	৩৫৮	৩৭১	৪২৪৭
নারীর ওপর যৌতুক সহিংসতা			১৭	১৪	২০	২৬	২২	২৯	২৪	১৮	২১	৩০	১৯	২৪০
ধর্ষণ			৪৪	৫১	৬৯	৫৫	৮৩	৭৯	৭৩	৮৯	৭৬	৬৮	৪৫	৭৩২
যৌন হয়রানীর শিকার			১৪	২২	৩৫	২৩	১৪	১৯	২৩	১৭	১৬	২৫	২৪	২৩২
এসিড সহিংসতা			৩	৭	৪	৫	৫	৬	৪	৪	৭	৬	০	৫১
গণপিটুনীতে মৃত্যু			১	৩	৮	৫	২	২	৩	৯	৫	৩	৪	৪৫
শ্রমিকদের পরিস্থিতি	তৈরি পোশাক শিল্প	নিহত	০	০	০	০	০	০	১৩	০	০	০	০	১৩
		আহত	০	২০	২১	৭০	১৫	৫০	৭০	১৭	২৫	৩৮	২৩	৩৪৯
		ছাঁটাই	১০৩৪	১৭৩৩	৪৩	০	০	০	০	৩৭	০	২৯৪	০	৩১৪১
	অন্যান্য কর্মে নিয়োজিত শ্রমিক	নিহত	৩	২	১১	১৯	৪	৯	১	৬	৫	৮	৪	৭২
		আহত	৭	৮	১৬	২২	০	০	২	২৩	৩	১১	০	৯২
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে গ্রেফতার			০	৩	১	৪	১	৪	৬	২	২	৩	৩	২৯

* *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য

পর্ব ১ঃ বাংলাদেশ ও এর প্রতিবেশী সংক্রান্ত বিষয়

মিয়ানমারে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির ওপর গণহত্যা

১. রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির ওপর জাতিগত নিপীড়ন ও তাঁদের মিয়ানমার থেকে উচ্ছেদ করার প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন অজুহাতে রাখাইনের[১] রোহিঙ্গাদের ওপর মিয়ানমার সরকার বহু বছর ধরে বিভিন্ন ধরণের অভিযান চালিয়ে আসছে। এই অভিযানগুলোতে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির সদস্যরা গণহত্যা, গুম, ধর্ষণসহ বিভিন্ন ধরণের নির্যাতন ও সহিংসতার শিকার হয়েছেন। মিয়ানমারের রাখাইনে এখনও চলছে সহিংসতা। ফলে জীবন বাচাঁতে এখনো সীমান্তের কাঁটাতার ও নাফনদী অতিক্রম করে বাংলাদেশে পালিয়ে আসছেন হাজার হাজার রোহিঙ্গা। টেকনাফের শাহপরী দ্বীপের বিভিন্ন পয়েন্ট দিয়ে প্রতিদিনই রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে প্রবেশ অব্যাহত আছে। আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম) এর দেয়া তথ্যমতে এই পর্যন্ত বাংলাদেশে প্রবেশ করেছেন ছয় লাখ সাত হাজারেরও বেশি রোহিঙ্গা। তবে স্থানীয়দের দাবি এই সংখ্যা অনেক আগেই ছাড়িয়ে গেছে।[২]

বাংলাদেশে প্রবেশের অপেক্ষায় রোহিঙ্গারা। ছবিঃ নয়াদিগন্ত, ২ নভেম্বর ২০১৭

২. *অধিকার* বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গা ভিকটিমদের সঙ্গে কথা বলে ১৫০ টি কেস লিপিবদ্ধ করে। তাঁদের কাছ থেকে গণধর্ষণ, নির্যাতন, শিশুসহ পরিবারের পুরুষ সদস্যদের গুলি করে ও পুড়িয়ে হত্যা, গুম এবং যুবতী মেয়েদের ধরে নিয়ে যাওয়ার বিষয়গুলো জানতে পারে। মিয়ানমারের সেনাবাহিনী এবং বৌদ্ধ দুর্বৃত্তরা এই সব মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত। *অধিকারের* তথ্যানুসন্ধানকারী টিমকে জিয়াবুন নাহার নামে এক রোহিঙ্গা নারী জানান, ২৬ জুলাই ২০১৭ মিলিটারি ও বৌদ্ধ দুর্বৃত্তরা এসে রাখাইন রাজ্যের মংডুর ইতালিয়া (এই তাহলিয়াহ) তাঁদের গ্রাম ঘেরাও করে তাঁদের লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলিবর্ষণ করতে থাকে। ফলে গ্রামের অধিবাসীরা এদিক সেদিক দৌড়াদৌড়ি করতে থাকেন। একপর্যায়ে চার বৌদ্ধ যুবক ও ২ জন

---

[১] মিয়ানমার সরকার কর্তৃক আরাকানের পরিবর্তিত নাম রাখাইন

[২] রাখাইনে সহিংসতা অব্যাহত: আনজুমান সীমান্তে প্রবেশের অপেক্ষায় ২০ হাজার রোহিঙ্গা / নয়াদিগন্ত, ২ নভেম্বর ২০১৭/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/264993

সেনা সদস্য তাঁর ঘরে ঢুকে তাঁকে ধরে ধর্ষণের চেষ্টা চালায়। তখন তাঁর স্বামী তাঁকে উদ্ধারের চেষ্টা করলে বৌদ্ধ যুবকেরা তাঁর স্বামীকে ধরে ঘরের বাইরে এনে মারধর করে। একপর্যায়ে তিনি তাঁর দুই সন্তানকে নিয়ে ঘরের পেছন দিয়ে পালিয়ে যান। কিন্তু তাঁর ছোট ছেলে মোহাম্মদ রিয়াজ (৩)কে সঙ্গে নিতে পারেননি। কিছুদূর গিয়ে তিনি একটি গুলির শব্দ শুনতে পান এবং দেখেন সেনা সদস্য ও রাখাইনরা তাঁর ঘরে পেট্রোল দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। সেনাবাহিনী সন্ধ্যার দিকে চলে গেলে তিনি তাঁর বাড়িতে ফিরে দেখেন তাঁর ঘরটি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে আর এর মধ্যে পড়ে আছে তাঁর স্বামী ও সন্তানের পোঁড়া লাশ। তখন তিনি তাঁর বাকি সন্তানদের জীবন বাঁচাতে বাংলাদেশে পালিয়ে আসেন। ফাতেমা বেগম (১২) নামে এক রোহিঙ্গা শিশু জানান, ২৫ আগস্ট সকাল আনুমানিক ৮টায় মিয়ানমারের সেনাবাহিনী গ্রামের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া শুরু করে। এক পর্যায়ে তাঁদের বাড়িও জ্বালিয়ে দেয়। তখন তাঁরা পাশের একটি ঝোঁপের আড়ালে আশ্রয় নেন। কিন্তু সেনা সদস্যরা তাঁদেরকে সেখান থেকে খুঁজে বের করে এবং তাঁর মা-বাবা ও ভাই-বোনকে হত্যা করে। এরপর তাঁকে একটি অস্থায়ী তাবুতে নিয়ে তিনদিন আটক রেখে পালাক্রমে ধর্ষণ করে। এই সময় তাঁর সঙ্গে আরো বিশজন মহিলা ছিলেন। সবাইকে সেনা সদস্যরা গুলি করে হত্যা করে। সেই সময় তিনি মৃতের ভান করে তাঁদের লাশের মধ্যে পড়ে থাকেন। পরে সুযোগ বুঝে তাঁদের গ্রামের অন্যান্যদের সঙ্গে বাংলাদেশে পালিয়ে আসেন।[৩] এনাম উল্লাহ নামে এক রোহিঙ্গা পুরুষ *অধিকারকে* বলেন, ২৬ অগাস্ট সকাল আনুমানিক ৯:০০ টায় সেনাবাহিনী, পুলিশ ও বৌদ্ধ দুবৃর্ত্তরা রাখাইন রাজ্যের মংডুর মেরুল্লাহ (অন্নেরোয়া) গ্রাম ঘেরাও করে। তখন তিনি ও তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদস্য পাশের গ্রামে আশ্রয় নেয়ার জন্য বের হলে সৈন্যরা তাঁদের ধাওয়া করে তাঁর বাবা-মা, ভাইবোনদের আটক করে এবং তাঁর দুই ভাইকে গুলি করে হত্যা করে। এরপর সেনাবাহিনীর সদস্যরা তাঁর বাবা-মা সহ পরিবারের ৬ সদস্যকে আটক করে নিয়ে যায় এবং তারপর থেকে তাঁদের আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। এরপর তিনি বাংলাদেশে পালিয়ে আসেন। অপর একজন রোহিঙ্গা নারী শাহাজাহান *অধিকারকে* বলেন, ১ সেপ্টেম্বর রাত আনুমানিক সাড়ে ১২ টায় সেনাবাহিনী, পুলিশ, স্থানীয় বৌদ্ধ দুবৃর্ত্তরা রাখাইন রাজ্যের গজ্জনদিয়া গ্রাম ঘেরাও করে হামলা চালালে তাঁর পরিবারের লোকজনসহ গ্রামের সবাই পাশের গ্রামে আশ্রয় নেয়ার জন্য বের হন। এরমধ্যে সেনা সদস্যরা এলোপাথাড়ি গুলি করতে থাকেন। একপর্যায়ে তাঁর ছেলে হাসিব (২৫)কে সেনাবাহিনী ধরে গুলি করে হত্যা করে।[৪]

৩. ইউএস ভিত্তিক মানবাধিকার গ্রুপ ফোর্টিফাই রাইটস্ এর তথ্য অনুযায়ী রোহিঙ্গাদের হতাহত করার জন্য মিয়ানমার সেনাবাহিনী তাঁদের চলাচলের রাস্তাগুলোতে মাইন পুঁতে রাখে। মিয়ানমারের ১৪টি রাজ্যের মধ্যে নয়টি রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল ল্যান্ডমাইন অধ্যুষিত, ফলে মিয়ানমার এখন বিশ্বের মধ্যে আফগানিস্তান এবং কলোম্বিয়ার পর তৃতীয় বৃহত্তম ল্যান্ডমাইন-অধ্যুষিত দেশ।[৫]

[৩] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[৪] *অধিকার* এর তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন

[৫] Stop using landmines/ ডেইলি স্টার, ১ নভেম্বর ২০১৭/ http://www.thedailystar.net/frontpage/mayanmar-rohingya-refugee-crisis-stop-using-landmines-1484632

টেকনাফ সীমান্তে রোহিঙ্গা শিশুরা বাংলাদেশে প্রবেশের জন্য কর্তৃপক্ষের অনুমতির অপেক্ষায়। ছবিঃ ডেইলি স্টার, ১ নভেম্বর ২০১৭

৪. মিয়ানমারের সহিংসতা থেকে বাঁচতে নৌকায় করে পালিয়ে আসার সময় বঙ্গোপসাগরে নৌকাডুবিতে অনেক রোহিঙ্গা শরণার্থী মারা যাচ্ছেন। যাঁদের বেশীরভাগই নারী ও শিশু। গত ২৫ অগাস্টের পর থেকে প্রায় ১৮৯ জন রোহিঙ্গা নৌকাডুবিতে মারা গেছেন।[৬] নৌকাডুবি থেকে বেঁচে যাওয়া একজন রোহিঙ্গা, ওস্তাম্বার আলী বলেন তাঁর বাড়ি রাখাইনের বুথিডং-এর ইং চং গ্রামে। সেখান থেকে কয়েকদিন দিন আগে একটি বাংলাদেশী মাছ ধরার ট্রলারে করে প্রায় ৪০ জন রোহিঙ্গা বাংলাদেশের তীরে পৌঁছার আগেই ট্রলারটি বড়বড় ঢেউয়ের কারণে ডুবে যায়।[৭]

প্লাস্টিক জেরিক্যান দিয়ে তৈরী একটি ভেলা করে মিয়ানমার থেকে পালিয়ে টেকনাফ আসছেন রোহিঙ্গারা ছবিঃ ডেইলি স্টার ১১ নভেম্বর ২০১৭

৫. নতুন করে বাংলাদেশে আসা অর্ধেকেরও বেশী রোহিঙ্গার কোন ধরণের স্বাস্থ্য সুবিধা নেই। রোহিঙ্গারা খুবই বিপজ্জনকভাবে ঘনবসতিপূর্ণ এবং জনাকীর্ণ অবস্থায় বসবাস করছেন। সেখানে পরিষ্কার পানীয়জল এবং স্যানিটেশনের ব্যবস্থা খুবই অপ্রতুল।[৮] ক্যাম্পগুলোতে প্রচুর শিশু পুষ্টিহীনতায় ভুগছে। এছাড়া রোহিঙ্গা নারী ও শিশুদের মানব পাচারের শিকার হওয়ারও সম্ভবনা রয়েছে।

---

[৬] 7 more Rohingyas drowned as influx continues/ নিউএইজ, ১ নভেম্বর ২০১/ http://www.newagebd.net/article/27381/7-more-rohingyas-drowned-as-influx-continues

[৭] Stop using landmines/ ডেইলী স্টার, ১ নভেম্বর ২০১৭/ http://www.thedailystar.net/frontpage/mayanmar-rohingya-refugee-crisis-stop-using-landmines-1484632

[৮] Stop using landmines/ ডেইলী স্টার, ১ নভেম্বর ২০১৭/ http://www.thedailystar.net/frontpage/mayanmar-rohingya-refugee-crisis-stop-using-landmines-1484632

নারী ও শিশুসহ রোহিঙ্গা শরনার্থীরা ভেলায় করে নদী পাড়ি দিয়ে টেকনাফের শাহপরীর দ্বীপে প্রবেশ করছে। ছবিঃ ডেইলি স্টার ১১ নভেম্বর ২০১৭

কক্সবাজারের বালুখালী শরনার্থী ক্যাম্পের পাশে একটি রাস্তায় খেলছে রোহিঙ্গা শিশুরা। ছবিঃ ডেইলি স্টার ১৭ নভেম্বর ২০১৭

৬. জাতিসংঘের মহাসচিবের বিশেষ প্রতিনিধি প্রামিলা প্যাটেল জনসম্মুখে নগ্ন করে রাখা, আটকে রেখে নির্যাতন এবং যৌন সহিংসতার শিকার হয়ে বেঁচে থাকা রোহিঙ্গাদের কাছ থেকে তাঁদের বর্ণণা শুনে রোহিঙ্গাদের নিপীড়নের বিষয়টি আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত-এ উত্থাপন করার অঙ্গীকার করেছেন। তিনি বলেন, মিয়ানমারের সশস্ত্র বাহিনীর আদেশে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অংশগ্রহণে যৌন সহিংসতার ঘটনাগুলো ঘটে চলেছে।[৯]

৭. গত ১৫ নভেম্বর মিয়ানমারের রাখাইনে রোহিঙ্গাদের ওপর দেশটির সেনাবাহিনীর অভিযান বন্ধ, রোহিঙ্গাদের নিজ বাসভূমিতে ফিরিয়ে নেয়া এবং তাঁদের নাগরিকত্ব দেয়ার একটি প্রস্তাব জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে পাস হয়েছে। প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছে ১৩৫ টি রাষ্ট্র এবং বিপক্ষে ১০টি রাষ্ট্র। ভারত ও ইন্দোনেশিয়াসহ ২৬টি দেশ কোনো পক্ষেই ভোট দেয়নি।[১০] জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে এই প্রস্তাব পাস হওয়ার সময়

[৯] Sexual violence: Rohingya case to ICC/ নিউএইজ, ১৪ নভেম্বর ২০১৭/ http://www.newagebd.net/article/28295/sexual-violence-rohingya-case-to-icc

[১০] রোহিঙ্গা সংকট: রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব দিয়ে ফেরাতে হবে/ প্রথম আলো ১৭ নভেম্বর ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1367636/

বাংলাদেশের উখিয়া-টেকনাফ সীমান্তের ওপারে রাখাইন রাজ্যের টেকিবনিয়া ও মংডু এলাকায় পুনরায় প্রচণ্ড ভারী গোলাবর্ষণ চলছিলো বলে জানা গেছে।[১১]

৮. গত ১৪ নভেম্বর বাংলাদেশে বসবাসকারী রোহিঙ্গা কমিউনিটির নেতা ও লন্ডন ভিত্তিক আরাকান রোহিঙ্গা ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন বাংলাদেশ চাপ্টার এর প্রধান কো কো লিন কক্সবাজার থেকে চট্টগ্রামে আসার পথে চন্দনাইশ এলাকায় বাস থামিয়ে তাঁকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় বলে এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে হংকং ভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন এশিয়ান হিউম্যান রাইটস কমিশন। এই বিষয়ে সেই বাসের চালক বলেন, চন্দনাইশ এলাকায় বাস থামায় কিছু লোক। এরমধ্যে দুইজন বাসে উঠে নিজেদের গোয়েন্দা সংস্থার লোক বলে পরিচয় দিয়ে টেনে হিঁচড়ে ঐ ব্যক্তিকে তুলে নিয়ে যায়। উল্লেখ্য, রোহিঙ্গা ইস্যুতে আন্তর্জাতিক মিডিয়ার সঙ্গে নিয়মিতভাবে কথা বলছিলেন কো কো লিন। এদিকে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর কয়েকজন নেতা বলেছেন, মিয়ানমারের মিডিয়ায় রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে যে, বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ সাতজন রোহিঙ্গাকে মিয়ানমার কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করেছে। এটা ঘটেছে কো কো লিনকে অপহরণ করার এক বা দুদিন পরে। মিয়ানমারের সরকারী মুখপাত্ররা সম্প্রতি বলেছেন, তাঁরা ওয়ান্টেড রোহিঙ্গা'দের তালিকা দিয়েছেন বাংলাদেশের হাতে। এশিয়ান হিউম্যান রাইটস কমিশন আরো জানিয়েছে, গত দুই বছরে কক্সবাজার থেকে বেশ কিছু রোহিঙ্গা পুরুষকে তুলে নিয়ে গেছে বাংলাদেশের নিরাপত্তা সংস্থার লোকজন। তাঁদের বেশীরভাগই নিখোঁজ রয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের নেতারা। তাঁরা আশংকা করছেন, নিখোঁজ রোহিঙ্গাদের গোপনে তুলে দেয়া হয়েছে মিয়ানমার কর্তৃপক্ষের হাতে।[১২]

৯. রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠানোর লক্ষ্যে গত ২৩ নভেম্বর বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে একটি পরিকল্পনা স্মারক স্বাক্ষর হয়। উভয় পক্ষ এই স্মারকের আওতায় প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ার খুঁটিনাটি নির্ধারনের জন্য পরিকল্পনা স্মারক স্বাক্ষরের তিন সপ্তাহের মধ্যে একটি জয়েন্ট ওয়াকিং গ্রুপ গঠন করার ব্যাপারে সম্মত হয়েছে। এছাড়া রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে কোন সুনির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়নি। এই চুক্তির আলোকে শুধুমাত্র ৯ অক্টোবর ২০১৬ এবং ২৫ অগাস্ট ২০১৭ এর ঘটনার পর বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহনকারী রোহিঙ্গাদের ফেরত নেয়া হবে।[১৩]

১০. *অধিকার* বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনের যে পরিকল্পনা স্মারকটি সাক্ষর হয়েছে তা রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠিকে বিস্তারিত জানানোর দাবি জানাচ্ছে। এই প্রস্তাবনায় রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরৎ নেয়ার নির্দিষ্ট কোন সময় সীমা উল্লেখ না থাকায় মিয়ানমার পুরো রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে বাংলাদেশ থেকে ফেরৎ নেয়ার বিষয়টি দীর্ঘকাল ঝুলিয়ে রাখবে বলে *অধিকার* মনে করে। মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের ওপর যে গণহত্যা চালানো হয়েছে তার বিচার করার বিষয়টি পরিকল্পনার অংশ হতে হবে এবং রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর পূর্ণ নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার এবং রোহিঙ্গা হিসেবে তাঁদের আত্মপরিচয়ের স্বীকৃতির বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপশি ভবিষ্যতে রোহিঙ্গাদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের জন্য 'নিরাপদ রাখাইন রাজ্য' প্রতিষ্ঠার বিয়য়টি পরিস্কার করতে হবে এবং রোহিঙ্গাদের রাখাইন রাজ্যে প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ার সঙ্গে জাতিসংঘকে সম্পৃক্ত করতে হবে। *অধিকার* রোহিঙ্গাদেরকে গোপনে তুলে নিয়ে মিয়ানমার কর্তৃপক্ষের কছে হস্তান্তরের যে অভিযোগ উঠেছে সেই ব্যাপারে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে।

---

[১১] **রাখাইনের কয়েকটি গ্রামে ফের গুলিবর্ষণ ও অগ্নিসংযোগ/** নয়াদিগন্ত ১৭ নভেম্বর ২০১৭/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/269051

[১২] এশিয়ান হিউম্যান রাইটস কমিশনের রিপোর্ট: বাংলাদেশে বসবাসকারী রোহিঙ্গা নেতা নিখোঁজ/ মানবজমিন ২২ নভেম্বর ২০১৭/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=93131&cat=2 এবং Rohingya leader goes missing on way to Ctg/ নিউএজ ২২ নভেম্বর ২০১৭/ http://www.newagebd.net/article/28896/rohingya-leader-goes-missing-on-way-to-ctg

[১৩] *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য

ভারত সরকারের আগ্রাসী নীতি

ভারতের সীমান্তরক্ষীদের মানবাধিকার লংঘন

১১. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী নভেম্বর মাসে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ'র গুলিতে ২ জন বাংলাদেশী নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এছাড়া ৫ জন বাংলাদেশী বিএসএফ'র গুলিতে আহত হয়েছেন বলেও অভিযোগ রয়েছে।

১২. বাংলাদেশের ওপর ভারত সরকারের আগ্রাসী নীতি[১৪] ভয়াবহভাবে অব্যাহত আছে। ভারত একদিকে বাংলাদেশকে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলেছে, অন্য দিকে বিএসএফ এর সদস্যরা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বেআইনীভাবে অনুপ্রবেশ করে হত্যা, নির্যাতন ও লুটপাট করছে এমনকি বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ সদস্যদের ওপরও হামলা করছে। অথচ দুই দেশের মধ্যে সমঝোতা এবং এই সম্পর্কিত চুক্তি অনুযায়ী যদি কোন দেশের নাগরিক অনুনোমোদিতভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে তা অনুপ্রবেশ হিসেবে চিহ্নিত হবার কথা এবং সেই মোতাবেক ঐ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে বেসামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করার কথা। কিন্তু ভারত সরকার আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকার লঙ্ঘন করে বংলাদেশী নাগরিকদের ওপর নির্যাতন ও হত্যাযজ্ঞ অব্যাহত রেখেছে এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সেতু বা রাস্তার সংস্কারকাজ পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়ে বাংলাদেশকে চাপে রেখে তার আগ্রাসী নীতি অব্যাহত রেখেছে।[১৫] আর এই সমস্ত ঘটনার দায় এড়ানোর জন্য ভারত সরকার বিভিন্ন ধরনের অজুহাত দাঁড় করাচ্ছে, যা অগ্রহণযোগ্য।

১৩. সীমান্তে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীদের নিপীড়ন নির্যাতন ছাড়াও আন্তর্জাতিক চুক্তি লংঘন করে ভারত বাংলাদেশকে শুষ্ক মৌসুমে পানির ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে এবং বর্ষা মৌসুমে ফারাক্কা ও গজলডোবা বাঁধের স্লুইস গেইটগুলো খুলে দিয়ে কৃত্রিমভাবে বাংলাদেশে বন্যার সৃষ্টি করে বিভিন্নভাবে বাংলাদেশকে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।[১৬] বাংলাদেশে রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু করে সুন্দরবন এবং এর চারপাশের প্রাণ বৈচিত্র্য ধ্বংসের কারণ ঘটাচ্ছে।[১৭] জানা যায় যে, রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মিত হলে তা বাংলাদেশের বায়ুদূষণের বৃহত্তম উৎস হবে। এই বিদ্যুৎকেন্দ্রের দূষণের কবলে পড়ে প্রতিবছর অন্তত দেড়'শ মানুষের মৃত্যু হবে এবং বছরে ৬০০ শিশু কম ওজন নিয়ে জন্মাবে।[১৮] বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় যেখানে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ কমে এসেছে, সেখানে বাংলাদেশ সরকার ভারতের

---

[১৪] ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির বিতর্কিত ও প্রতারনামূলক নির্বাচনের আগে বাংলাদেশের প্রায় সবকটি রাজনৈতিক দল নির্বাচনটি বয়কটের সিদ্ধান্ত নেয়। তখন তৎকালীন ভারত সরকারের পররাষ্ট্র সচিব সুজাতা সিং বাংলাদেশে আসেন এবং সেই সময় নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী জাতীয় পার্টিকে নির্বাচনে আনার জন্য চেষ্টা করে সফল হন। জাতীয় পার্টির সদস্যরা এখন বর্তমান সরকারের মন্ত্রী এবং একই সঙ্গে প্রধান বিরোধী দলেও আছেন। এইকথা স্পষ্ট যে, ভারত বাংলাদেশের ওপর তার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক আধিপত্য বজায় রাখার জন্য বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্থ করার ব্যাপারে উদ্যোগী ভূমিকা রাখে এবং ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি'র মতো অস্বচ্ছ ও বিতর্কিত নির্বাচনে ব্যাপকভাবে সমর্থন দেয়। এরই ফলশ্রুতিতে ৬ জুন ২০১৫ সালে সম্পাদিত সংশোধিত প্রটোকল অন ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রানজিট এন্ড ট্রেড (পিআইডব্লিউটিটি) চুক্তির মাধ্যমে ভারত সরকার প্রায় বিনা খরচে (পণ্য পরিবহনে প্রতি টনে ১৯২ টাকা ২২ পয়সা হারে ধার্য মাশুলে) বাংলাদেশের ওপর দিয়ে ট্রানজিট সুবিধা নিচ্ছে এবং অসমভাবে অন্যান্য বাণিজ্যিক সুবিধা ভোগ করছে। সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, ভারত থেকে বেশী দামে প্রায় দুই লাখ কোটি টাকার বিদ্যুৎ কিনবে বাংলাদেশ। ২৫ বছর মেয়াদে এই বিদ্যুৎ কেনায় বাংলাদেশের ব্যয় হবে এক লক্ষ ৯০ হাজার ৯৭৫ কোটি টাকা। ভারত রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু করে সুন্দরবন এবং এর চারপাশের প্রাণবৈচিত্র্য ধ্বংসের কারণ ঘটাচ্ছে ও আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নিয়ে বাংলাদেশকে এক ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। পাশাপাশি সীমান্তের শূন্য রেখা থেকে দেড় শ গজের মধ্যে বেড়া দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

[১৫] নয়া দিগন্ত, ১৮ নভেম্বর ২০১৭; http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/269343

[১৬] **উজান-ভাটি দুদিকেই ক্ষতি করছে ফারাক্কা বাঁধ**/বিবিসি, ১ সেপ্টেম্বর ২০১৬/ http://www.bbc.com/bengali/news-37244367

[১৭] Unesco calls for shelving Rampal project / প্রথম আলো, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৬, http://en.prothom-alo.com/environment/news/122299/Unesco-calls-for-shelving-Rampal-project

[১৮] রামপালের দূষণে বছরে মারা যাবে দেড়শ মানুষ/ প্রথম আলো, ৬ মে ২০১৭/ http://epaper.prothom-alo.com/view/dhaka/2017-05-06/20

কোম্পানীর সঙ্গে এই ধরনের চুক্তি করে ও তা বাস্তবায়নের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশকে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

১৪. গত ১৩ নভেম্বর কুমিল্লার কেরানীনগর মধ্যমপাড়া এলাকায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বাংলাদেশী দুই নারীকে ধাওয়া করে বিএসএফ'র এক সদস্য নো-ম্যান্স ল্যান্ড পার হয়ে বাংলাদেশের প্রায় ৩০০ গজ ভেতরে ঢুকে পড়ে। এই সময় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)'র গোয়েন্দা বিভাগের ফিরোজ নামে এক সদস্য বিএসএফ সদস্যকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঢুকে দুই নারীকে ধাওয়া করার কারণ জানতে চাইলে সীমান্তের অপরপ্রান্ত থেকে ৮-১০ জন ভারতীয় নাগরিক বাংলাদেশে প্রবেশ করে ঐ বিএসএফ সদস্যের সঙ্গে যোগ দিয়ে ফিরোজকে তুলে নেয়ার চেষ্টা করে। তখন বাংলাদেশী স্থানীয় অধিবাসীরা ফিরোজকে উদ্ধার করে এবং বিএসএফ সদস্যকে ধরে গোলাবাড়ি বিজিবি ক্যাম্পে নিয়ে যেতে অগ্রসর হয়। এই সময় ৪০-৫০ জন ভারতীয় লোক এবং বিএসএফ'র ২৫-৩০ জন সদস্য বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঢুকে টহলরত দুই বিজিবি সদস্য ও ফিরোজকে মারধর করে এবং ফাঁকা গুলি চালায়। এই ঘটনায় ৩ জন বিজিবি সদস্য আহত হন।[১৯]

১৫. গত ১৫ নভেম্বর লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলার বুড়িমারী সীমান্তে কয়েকজন বাংলাদেশী গরু ব্যবসায়ী গরু নিয়ে ফেরার সময় ভারতের কুচবিহার জেলার বিশবাড়ী ক্যাম্পের টহলরত ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ সদস্যরা তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লে ঘটনাস্থলে গরু ব্যবসায়ী ফরিদ হোসেন শরিফ (২৫) নিহত হন। পরে বিএসএফ সদস্যরা নিহত ফরিদের লাশ নিয়ে চলে যায়।[২০]

১৬. গত ২৮ নভেম্বর ভোর আনুমানিক পৌনে ৬টায় দিনাজপুরের দক্ষিণ কোতয়ালী'র বড়গ্রাম সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বিএসএফ এর দু'মুঠা ক্যাম্পের সদস্যরা গুলি বর্ষণ করলে সীমান্তের মেইন ৩১৩ পিলারের ৩ এস. সাব পিলারের কাছে মোজাফফর হোসেন (৩২) নামে একজন বাংলাদেশী নিহত নিহত হন।[২১]

---

[১৯] **কুমিল্লা সীমান্তে বিএসএফের হামলায় ৩ বিজিবি সদস্য আহত/**নয়াদিগন্ত ১৪ নভেম্বর ২০১৭/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/268208

[২০] **বুড়িমারী সীমান্তে ব্যবসায়ীকে হত্যা করেছে বিএসএফ/** নয়াদিগন্ত ১৬ নভেম্বর ২০১৭/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/268763

[২১] দিনাজপুরে বিএসএফের গুলিতে নিহত ১/ মানব জমিন ২৮ নভেম্বর ২০১৭/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=94081&cat=9/

পর্ব ২ঃ জাতীয় বিষয়সমূহ

প্রধান বিচারপতির পদত্যাগ এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা

১৭. ২০১৭ সালের ৩ জুলাই সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনীকে[২২] অবৈধ ঘোষণার হাইকোর্ট বিভাগের রায় বহাল রাখে আপিল বিভাগ। এই রায়ের সঙ্গে দেশের রাজনীতির অতীত ও বর্তমান নিয়ে কিছু পর্যবেক্ষণ ও মতামত প্রদান করার কারণে সরকারের রোষানলে পড়েন প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা। প্রধানমন্ত্রীসহ তাঁর মন্ত্রীসভার সদস্যরা এবং জাতীয় সংসদে সরকার দলীয় সংসদ সদস্যরা প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের বক্তব্য দেন।[২৩] এছাড়াও ঢালাওভাবে ক্ষমতাসীনদলের নেতাকর্মীরা বিভিন্ন রাজনৈতিক সভায় প্রধান বিচারপতির কঠোর সমালোচনা[২৪] করেন, যা ছিল নজীরবিহীন। সুপ্রিম কোর্টে ক্ষমতাসীনদলের সমর্থক আইনজীবীদের সংগঠন বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী পরিষদ প্রধান বিচারপতির পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। গত ২৫ অগাস্ট থেকে সুপ্রিম কোর্টে শরৎকালীন ছুটি শুরু হয়ে ২ অক্টোবর পর্যন্ত চলে। শরৎকালীন ছুটির পর ৩ অক্টোবর সুপ্রিম কোর্ট খুললে প্রথা অনুযায়ী প্রধান বিচারপতি আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগের সমস্ত বিচারপতি এবং আইনজীবীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করার কথা ছিল। কিন্তু অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম ও আইনমন্ত্রী জানান প্রধান বিচারপতি এক মাসের ছুটি নিয়েছেন। আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেন, প্রধান বিচারপতি তাঁর চিঠিতে লিখেছেন, তিনি ক্যান্সারসহ নানাবিধ রোগে আক্রান্ত।[২৫] প্রধান বিচারপতির অসুস্থ হয়ে ছুটি নেয়ার বিষয়ে দেশের বিভিন্ন মহলে সংশয় ও সন্দেহ দেখা দেয় এবং তাঁকে জোর করে ছুটিতে পাঠানো হয়েছে বলে একটি ধারণাও তৈরি হয়। এই সময় প্রধান বিচারপতির সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার সময় রাস্তায় পুলিশ সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সদস্যদের বাধা দেয় এবং তাঁদের ফিরিয়ে দেয়। ১৩ অক্টোবর প্রধান বিচারপতি অস্ট্রেলিয়ায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁর বাসভবন থেকে বের হওয়ার সময় সাংবাদিকদের কাছে একটি লিখিত বক্তব্য হস্তান্তর করেন। তিনি তাঁর লিখিত বক্তব্যে বলেন, "আমি সম্পূর্ণ সুস্থ আছি"। অস্ট্রেলিয়ায় বেশ কিছুদিন থাকার পর সেখান থেকে চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুরে আসেন প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা। তাঁর এক মাস ছুটি শেষ হলে তিনি সিঙ্গাপুর থেকে কানাডা যাবার আগে গত ১০ নভেম্বর সিঙ্গাপুরে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি বরাবর প্রধান বিচারপতি তাঁর পদত্যাগ পত্র পাঠিয়ে দেন।

১৮. বাংলাদেশের ইতিহাসে কোনো প্রধান বিচারপতির পদত্যাগের ঘটনা এটাই প্রথম। ২০০৮ সালে সেনাবাহিনী সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে বিচার বিভাগের ওপর হস্তক্ষেপ বেড়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে, যা ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি'র বিতর্কিত নির্বাচনের পর থেকে আরো ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। তারই ধারবাহিকতায় বিচারের রায় সরকারের বিরুদ্ধে যাওয়ার কারণে প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

---

[২২] ২০১৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর জাতীয় সংসদে[২২] সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী বিল পাশ হয়। এই সংশোধনীর ফলে উচ্চ আদালতের বিচারকদের অপসারণের ক্ষমতা সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের পরিবর্তে সংসদের হাতে ন্যস্ত হয়।

[২৩] রায় ও পর্যবেক্ষণের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেয়ার প্রস্তাব গৃহীত;সংসদই সার্বভৌম : প্রধানমন্ত্রী/ যুগান্তর, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৭/ https://www.jugantor.com/first-page/2017/09/14/155306/

[২৪] সিনহার সরে যাওয়া উচিত ছিল: প্রধানমন্ত্রী/ আমাদের সময়, ২২ অগাস্ট ২০১৭/ www.dainikamadershomoy.com/todays-paper/firstpage/96753/

[২৫] 'এক মাসের ছুটিতে প্রধান বিচারপতি'; বিএনপিপন্থী আইনজীবীদের সভা বিক্ষোভ মিছিল/ যুগান্তর, ৪ অক্টোবর ২০১৭/ https://www.jugantor.com/first-page/2017/10/04/160465/

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

১৯. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য মতে ২০১৭ সালের নভেম্বর মাসে ১২ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

২০. বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড অব্যাহতভাবে চলছেই। দেশে ফৌজদারী বিচারব্যবস্থাকে পরিপূর্ণভাবে কার্যকর করতে না পারায় রাষ্ট্র কর্তৃক হত্যাকারীদের দায়মুক্তির সুযোগে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনাগুলো ঘটে চলেছে। বিচার ছাড়া অভিযুক্তদের খুন করার রেওয়াজ ব্যাপকতা ও বিস্তৃতি লাভ করেছে। এই যাবতকালে 'বন্দুকযুদ্ধ', 'ক্রসফায়ার' বা 'এনকাউন্টার' এর নামে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের মৃত্যুর ঘটনায় আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা জড়িত আছে বলে অভিযোগ রয়েছে। অথচ বাংলাদেশের সংবিধানে তার নাগরিকদের আইনী সুরক্ষার বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। বাংলাদেশ সংবিধানের ৩১ নং অনুচ্ছেদে বলা আছে যে, "আইনের আশ্রয়লাভ এবং আইন অনুযায়ী ও কেবল আইন অনুযায়ী ব্যবহারলাভ যে কোন স্থানে অবস্থানরত প্রত্যেক নাগরিকের এবং সাময়িকভাবে বাংলাদেশে অবস্থানরত অপরাপর ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য অধিকার এবং বিশেষতঃ আইনানুযায়ী ব্যতীত এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না যাহাতে কোন ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে।"

মৃত্যুর ধরণ

ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধঃ

২১. বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের কারণে নিহত ১২ জনের মধ্যে ১১ জন 'ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধে' নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এঁদের মধ্যে পুলিশের হাতে ৪ জন ও র‍্যাবের হাতে ৭ জন নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

নির্যাতনে মৃত্যুঃ

২২. এই সময় ১ ব্যক্তি পুলিশের নির্যাতনে নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

নিহতদের পরিচয় ঃ

২৩. নিহতদের মধ্যে ১ জন পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য, ১ জন ছাত্র শিবিরের সদস্য, ১ জন ব্যবসায়ী ও ৯ জন কথিত অপরাধী বলে জানা গেছে।

কারাগার পরিস্থিতি

২৪. *অধিকার* এর তথ্য মতে নভেম্বর মাসে ৮ জন 'অসুস্থতাজনিত' কারণে কারাগারে মৃত্যুবরণ করেছেন।

২৫. চিকিৎসার সুব্যবস্থা না থাকায় এবং কারাগার কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কারণে আটক বন্দিদের মৃত্যু ঘটছে বলে অভিযোগ আছে। রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতন শেষে কারাগারে পাঠানোর পর মৃত্যু ঘটছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। *অধিকার* মনে করে, কারাবন্দি ব্যক্তিকে চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত করা মানবাধিকারের লঙ্ঘন।

২৬. বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের গ্রেফতার এবং ঢাকা শহরে ডিএমপি অধ্যাদেশের অপব্যবহারের কারণে দেশের সবক'টি কারাগারে ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত বন্দি রয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

মাত্রাতিরিক্ত বন্দি সামলাতে কারাকর্তৃপক্ষকে হিমশিম খেতে হচ্ছে এবং কারাভ্যন্তরে থাকা আটক ব্যক্তিদের মানবাধিকার লজ্ঘিত হচ্ছে। কারা অধিদফতর সূত্রে জানা গেছে, দেশের ৬৮টি কারাগারে বন্দির ধারন ক্ষমতা রয়েছে ৩৬ হাজার ৬১৪ জনের। তার মধ্যে পুরুষ বন্দি ৩৪ হাজার ৯৪০ জন আর মহিলা বন্দি ১ হাজার ৬৭৪। কিন্তু বর্তমানে কারাগারে আটক বন্দির সংখ্যা ৭৯ হাজার ২৮০ জন। তারমধ্যে পুরুষ হাজতি বন্দির সংখ্যা ৫৯ হাজার ১৮৪ জন ও মহিলা হাজতি বন্দির সংখ্যা ২ হাজার ৩৯৪ জন। অপরদিকে পুরুষ সাজাপ্রাপ্ত বন্দির সংখ্যা ১৭ হাজার ১০৪ জন ও মহিলা সাজাপাপ্ত বন্দি ৫৯৮ জন। বন্দিদের স্বজনরা অভিযোগ করেন, অতিরিক্ত বন্দির কারণে জায়গার অভাবে ঘুমাতে অসুবিধা হচ্ছে। বন্দীরা ডাক্তার ও ঔষধের অপ্রতুলতার জন্য চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন এবং পিসিতে[২৬] বাজারমূল্যের থেকে অনেক বেশি দামে খাবার কিনে খেতে হচ্ছে তাঁদের।[২৭]

আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নির্যাতন, মর্যাদাহানিকর আচরণ ও জবাবদিহিতার অভাব

২৭. পুলিশের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে অপহরণ, নির্যাতন, নির্যাতন করে অঙ্গহানী, হামলা, হয়রানি এবং চাঁদা আদায়ের অনেক অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। সরকার আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে ব্যবহার করে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমন করার কারণে এইসব সংস্থার সদস্যরা দায়মুক্তি ভোগ করছে। অনেক ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীনদলের নেতাকর্মীরাও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের পক্ষ হয়ে নির্যাতনের শিকার ব্যক্তি ও তাঁদের স্বজনদের হয়রানি করছে বলে অভিযোগ রয়েছে। 'নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩' পাস হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে নির্যাতিত ব্যক্তি বা ব্যক্তির পরিবার এই আইনে মামলা করতে পারছেন না বা মামলা হলেও তা বিচারের মুখ দেখছে না। ফলে প্রকৃত পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন হচ্ছে না।

২৮. গত ৩১ অক্টোবর বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া কক্সবাজার থেকে ঢাকা ফেরার পথে ফেনীর মহিপাল এলাকা অতিক্রম করার সময় কয়েকটি হাত বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। ফলে দুটি বাসে আগুন ধরে যায়। এই ঘটনায় পুলিশ ফাজিলপুর ইউনিয়ন ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নূরে সালাম মিলন এবং যুবদল নেতা সাইফুল ইসলাম, টিপু সুলতান ও সোহাগকে গ্রেফতার করে। এঁদের মধ্যে নূরে সালাম মিলনকে পুলিশ নির্যাতন করে আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী দিতে বাধ্য করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। মিলনের বাবা এয়ার আহমেদ অভিযোগ করেন, দু'দিন আটক রেখে দফায় দফায় মিলনের ওপর নির্যাতন করেছে পুলিশ। মিলনকে থানার ভেতরে কয়েক দফা ইলেকট্রিক শক দেয়া হয়। এতে মিলন জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। জ্ঞান ফেরার পর তাঁকে একটি গাড়িতে করে মহাসড়কের লালপুল ও পাগলা মিঞা সড়ক এলাকায় এনে ক্রসফায়ারের হুমকি দিয়ে আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিতে বাধ্য করা হয়।[২৮]

---

[২৬] বন্দিদের নিজস্ব টাকা যা কারাগারে জমা থাকে। এই টাকা দিয়ে বন্দিরা কারাগারে খাবারসহ অন্যান্য জিনিস কেনাকাটা করতে পারেন।

[২৭] **কারাগারে ধারণ ক্ষমতার দ্বিগুণ বন্দী/** নয়াদিগন্ত ২৮ নভেম্বর ২০১৭/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/272039

[২৮] খালেদা জিয়ার গাড়িবহরে হামলা:ক্রসফায়ারের ভয় দেখিয়ে স্বীকারোক্তি আদায়ের অভিযোগ/ যুগান্তর, ৫ নভেম্বর ২০১৭/ https://www.jugantor.com/news/2017/11/05/169058/

গুম

২৯. নভেম্বর মাসে ৫ জনকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য পরিচয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে তাঁদের গুম হওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এঁদের মধ্যে ২ জনকে গুম করার পর পরবর্তীতে তাঁদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত বাকি ৩ জনের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।

৩০. গুম মানবতা বিরোধী অপরাধ হওয়া সত্বেও তা অব্যাহত আছে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য পরিচয় দিয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর অনেকেরই কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। এরকম ঘটনা কয়েক বছরে ব্যাপক হারে ঘটছে। ভিকটিমদের পরিবার এবং প্রত্যক্ষদর্শীরা দাবি করেছেন যে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরাই তাঁদের ধরে নিয়ে গেছে এবং এরপর থেকেই তাঁরা গুম হয়েছেন। এইসব ঘটনায় ভিকটিমদের পরিবার থানায় সাধারণ ডায়েরি করতে গিয়েও হয়রানির শিকার হচ্ছেন। এইসব ক্ষেত্রে স্পষ্টতই আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের জড়িত থাকার বিষয়ে অনেক প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যও পাওয়া যাচ্ছে।

৩১. কিছু কিছু ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা প্রথমে ধরে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করলেও পরবর্তীতে আটককৃত ব্যক্তিটিকে কোথাও ফেলে রেখে যাচ্ছে অথবা কোন থানায় নিয়ে সোপর্দ করছে অথবা আদালতে হাজির করছে অথবা গুম হওয়া ব্যক্তিটির লাশ পাওয়া যাচ্ছে। সরকারের উচ্চমহল থেকে প্রতিনিয়ত গুমের বিষয়গুলো অস্বীকার করে বলা হচ্ছে যে, ভিকটিমরা নিজেরাই আত্মগোপন করে আছেন। অথচ বিভিন্ন তদন্ত প্রতিবেদন থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, গুম বর্তমানে বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে বিদ্যমান এবং অব্যাহত আছে।

৩২. গত ১৪ নভেম্বর যশোর সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিজস্ট্রেট মাহিনুর রহমানের আদালতে হীরা খাতুন নামে এক নারী তাঁর ছেলে সাঈদকে গুম করার অভিযোগে যশোর কতোয়ালী থানার ৭ কর্মকর্তাসহ ১৬ পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। আদালত অভিযোগ আমলে নিয়ে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনকে (পিবিআই) তদন্ত করে প্রতিবেদন দিতে আদেশ দেন। মামলায় উল্লেখ করা হয়, গত ৫ এপ্রিল সকাল আনুমানিক ১০ টায় মামলার বাদি হীরা খাতুনের ছেলে সাঈদ ও তাঁর বন্ধু শাওন যশোর পৌরপার্কে বেড়াতে যায়। বেলা ১২ টায় ফোনের মাধ্যমে বাদী জানতে পারেন যে, সাইদ ও শাওনকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে। তখন হীরা খাতুন ছেলেকে দেখতে কেতোয়ালী থানায় গেলে ছেলেকে ছেড়ে দেয়ার বিনিময়ে তাঁর কাছে দুই লক্ষ টাকা দাবি করে এসআই শহিদুল ইসলাম ও এসআই আমির হোসেন। টাকা না দিলে ছেলেকে মেরে গুম করারও হুমকি দেয় তারা। এরপর ৭ এপ্রিল পত্রিকা দেখে তিনি জানতে পারেন যে, তাঁর ছেলে সাঈদ ও তাঁর বন্ধু শাওন থানা থেকে পালিয়ে গেছে। হীরা খাতুনের ধারণা ঘুষের দুই লক্ষ টাকা না দেয়ায় পুলিশ তাঁর ছেলে ও তাঁর বন্ধুকে হত্যা করে লাশ গুম করেছে।[২৯] মামলা দায়েরের একদিন পর গত ১৫ নভেম্বর হীরা খাতুন আদালতে আরেক আবেদনের মাধ্যমে তাঁর দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করে নেন। এই বিষয়ে তিনি বলেন, মামলা করার পর পুলিশ এসেছিল। পুলিশের বিরুদ্ধে মামলা করা তাঁর ভুল হয়েছে। এর বেশি কিছু বলতে চাননা বলে তিনি জানান।[৩০]

৩৩. গত ৮ নভেম্বর তানভীর ইয়াসিন করিম নামে একজন প্রকাশনা ব্যবসায়ীকে তাঁর গুলশানের বাসভবন থেকে একদল লোক তুলে নিয়ে গেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। তানভীর ইয়াসিন করিমের বাসার একজন নিরাপত্তা কর্মী জানান, ভোর আনুমানিক ছয়টায় একটি সাদা মাইক্রোবাস এবং পুলিশের একটি পিকআপ ভ্যানে করে সাদা পোশাকে ও পুলিশের পোশাক পড়া ৩০-৩৫ জন এসে তানভীর ইয়াসিন করিমকে তুলে নিয়ে যায়। গুলশান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবু বকর সিদ্দিক জানান, তানভীর নামের কাউকে তাঁরা গ্রেপ্তার

---

[২৯] অপহরণ ও গুমের অভিযোগ:যশোরে ৭ কর্মকর্তাসহ ১৬ পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে মামলা/ যুগান্তর ১৫ নভেম্বর ২০১৭/ https://www.jugantor.com/last-page/2017/11/15/171774/

[৩০] সন্তান গুমের মামলা ভয়ে প্রত্যাহার/ প্রথম আলো ১৮ নভেম্বর ২০১৭/ http://epaper.prothom-alo.com/view/dhaka/2017-11-18/5

বা আটক করেননি।[৩১] গত ১৯ নভেম্বর যৌথ অভিযান চালিয়ে তানভির করিমকে রাজধানীর পান্থপথে অবস্থিত হোটেল অলিও ইন্টারন্যাশনালে গত ১৫ অগাস্ট বিস্ফোরণের ঘটনায় অভিযুক্ত হিসেবে গুলশানের আজাদ মসজিদ এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে দাবি করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশ।[৩২]

৩৪. টাঙ্গাইল সদর উপজেলার দাইন্যা ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য জাহাঙ্গীরকে গোয়েন্দা পুলিশের সদস্যরা তুলে নেয়ার পর গুম করেছে বলে গত ১০ নভেম্বর এক সংবাদ সম্মেলন করে অভিযোগ করেছেন তাঁর স্ত্রী রেশমা বেগম। গত ৫ নভেম্বর জাহাঙ্গীর টাঙ্গাইলের অতিরিক্ত দায়রা জজ আদালতে একটি মামলায় হাজিরা দিয়ে আদালত থেকে বের হবার পর একদল সাদা পোশাকধারী লোক নিজেদের গোয়েন্দা পুলিশের সদস্য পরিচয় দিয়ে তাঁকে একটি অটোরিক্সাতে তুলে নিয়ে যায়। পরে ওই অটোরিক্সা চালকের কাছ থেকে খবর পেয়ে জাহাঙ্গীরের পরিবারের সদস্যরা পুলিশ, ডিবি, র‌্যাব ও পিবিআইসহ প্রশাসনের বিভিন্ন দফতরে খোঁজ নিয়েও তাঁর কোনো সন্ধান না পেয়ে গত ৭ নভেম্বর টাঙ্গাইল মডেল থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেন।[৩৩]

গুম নাকি অপহরণ?

৩৫. গুমের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচারনার পর থেকে সাম্প্রতিককালে হঠাৎ করে অনেকেরই সন্ধান না পাওয়ার একটি নতুন ধরনের ট্রেন্ড চালু হয়েছে। তারা নিখোঁজ বা অপহরনের শিকার হচ্ছেন। আপাততঃ দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো আগের চেয়ে বেশি সর্তক ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলে অপহরণের শিকার ব্যক্তিদের কারা, কখন, কোথা থেকে এবং কীভাবে তুলে নিয়ে যাচ্ছে, তা জানা যাচ্ছে না। নিখোঁজ হওয়া ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যদেরও এই সম্পর্কে পরিস্কার কোন ধারণা না থাকায় তাঁরা এই ব্যাপারে মিডিয়া বা মানবাধিকার কর্মীদের কাছে কোন তথ্য দিতে পারছেন না। গত অগাস্ট মাস থেকে এই ধরনের ঘটনাগুলো বৃদ্ধি পেয়েছে এবং রহস্যজনকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, রাজনীতিক, ব্যবসায়ী, সাংবাদিক ও ছাত্রসহ অনেক ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এরমধ্যে গত ২৭ অগাস্ট ব্যবসায়ী ও বাংলাদেশে বেলারুশের অনারারী কনসাল অনিরুদ্ধ রায় গুলশানের ইউনিয়ন ব্যাংক থেকে বের হয়ে গাড়িতে ওঠার সময় ৭/৮ জন লোক নিজেদের গোয়েন্দা সংস্থার লোক পরিচয় দিয়ে তুলে নিয়ে যায়। গত ১৪ নভেম্বর দিবাগত রাতে তিনি বাসায় ফেরেন।[৩৪] গত ২৭ অগাস্ট ২০-দলীয় জোটের অন্যতম শরিকদল কল্যাণ পার্টি'র মহাসচিব এম এম আমিনুর রহমান পল্টনের দলীয় কার্যালয় থেকে সাভারে নিজ বাসায় ফেরার পথে উধাও হয়ে যান।

অনিরুদ্ধ রায়। ছবিঃ প্রথম আলো ১৯ নভেম্বর ২০১৭

---

৩১ নিখোঁজের তালিকা বাড়ছে: শিক্ষকের পরে এবার প্রকাশক/ প্রথম আলো ১০ নভেম্বর ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1362571/

৩২ Book importer Tanvir Karim arrested / নিউএজ ২১ নভেম্বর ২০১৭/ http://www.newagebd.net/article/28802/book-importer-tanvir-karim-arrested

৩৩ টাঙ্গাইলে ডিবি পুলিশের বিরুদ্ধে ইউপি সদস্যকে অপহরণের অভিযোগ/ যুগান্তর ১১ নভেম্বর ২০১৭/ https://www.jugantor.com/news/2017/11/11/170695/

৩৪ অনিরুদ্ধ রায় ফিরলেও কিছু বলেননি: এখনো নিখোঁজ ছয় / প্রথম আলো ১৯ নভেম্বর ২০১৭/ http://epaper.prothom-alo.com/view/dhaka/2017-11-19/1

৩৬.গত ১০ অক্টোবর থেকে পূর্বপশ্চিম বিডি ডট নিউজের রিপোর্টার উৎপাল দাসকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ১২ অক্টোবর ঝিনাইদহের কোটাচঁদপুর উপজেলার হরিনদিয়া গ্রাম থেকে কোটচাদপুর সরকারি কলেজের ছাত্র মাকছুদুর রহমান ওরফে মাসুদ রানাকে সাদা পোশাকে অজ্ঞাত কয়েক ব্যক্তি মোবাইল টাওয়ারের জন্য জমি দেখানোর কথা বলে তুলে নিয়ে যায়। মাকছুদুর রহমানের পরিবারের আশংকা প্রশাসনের লোকজনই হয়তো মাকছুদকে তুলে নিয়ে গেছে।[৩৫]

৩৭.গত ৭ নভেম্বর নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক ড. মুবাশ্বের হাসান হঠাৎ করে উধাও হয়ে গেছেন। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এই শিক্ষক ঐদিন সরকারের এ২আই (একসেস টু ইনফরমেশন) প্রকল্পের একটি সভায় অংশ নিয়ে ঢাকার আগারগাঁওয়ের আইডিবি ভবনে যান। সেখান থেকে বের হওয়ার পর থেকে তাঁর আর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।[৩৬] এই রকম পরিস্থিতিতে মুবাশ্বের হাসানের বন্ধুদের সন্দেহ আইন প্রয়োগকারী বাহিনীর সদস্যরা তাঁকে তুলে নিয়ে যেতে পারে।[৩৭] তাঁর বাবা মোতাহার হোসেন খিলগাঁও থানায় একটি সাধারণ ডায়েরী করেছেন।[৩৮]

মোবাশ্বার হাসান। ছবিঃ প্রথম আলো ৯ নভেম্বর ২০১৭

গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা

৩৮.২০১৭ সালের নভেম্বর মাসে ৪ ব্যক্তি গণপিটুনীতে মারা গেছেন।

৩৯.ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দায়মুক্তি এবং দুর্নীতির কারণে এই সব প্রতিষ্ঠানের প্রতি আস্থা কমে যাচ্ছে, ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে আইন নিজের হাতে তুলে নেয়ার প্রবণতা বাড়ছে এবং সেই সঙ্গে বাড়ছে সামাজিক অস্থিরতা। আর তাই এই ধরনের হত্যার ঘটনা ঘটেই চলেছে।

‘চরমপন্থা’ ও মানবাধিকার

৪০.বর্তমানে রাষ্ট্র মানুষের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারগুলো কেড়ে নিয়ে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশে বাধা দেয়াসহ বিরোধী মত প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে এক সংঘাতময় পরিস্থিতির ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। ‘চরমপন্থী’ দমনের নামে রাষ্ট্রীয় বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত অভিযানের সময় নারী ও শিশুদের

---

[৩৫] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঝিনাইদহের মানবাদিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[৩৬] এবার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ‘নিখোঁজ’/ প্রথম আলো ৯ নভেম্বর ২০১৭/ http://epaper.prothom-alo.com/view/dhaka/2017-11-09/1

[৩৭] এবার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ‘নিখোঁজ’/ প্রথম আলো ৯ নভেম্বর ২০১৭/ http://epaper.prothom-alo.com/view/dhaka/2017-11-09/1

[৩৮] ডেইলি স্টার ৮ নভেম্বর ২০১৭

মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে এবং অনেকেই গুম হচ্ছেন,[৩৯] অন্যদিকে কথিত 'চরমপন্থীরা' আত্মঘাতী হামলা চালাচ্ছে বলেও অভিযোগ আছে। আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী ধর্মীয় 'চরমপন্থার' বিরুদ্ধে যে অভিযান পরিচালনা করছে তার বেশীরভাগ ঘটনাগুলোর ক্ষেত্রে তারা যে বর্ণনা দিচ্ছে তা প্রায় একইরকম। অনেকেই আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর হেফাজতে থাকা অবস্থায় মারা গেছেন বলে জানা গেছে। ফলে এই ধরনের অভিযানে সত্যিকার অর্থে কি ঘটেছিল এবং ঘটছে সেই সর্ম্পকে জনগনের মধ্যে স্বচ্ছ কোনো ধারণা নাই।[৪০]

৪১. গত ২৭ নভেম্বর চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার আলাতুলী ইউনিয়নের মধ্যচর এলাকায় র‍্যাবের ঘিরে রাখা বাড়িতে তিন 'চরমপন্থীর' লাশ পাওয়া গেছে বলে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে র‍্যাবের আইন ও গণমাধ্যম শাখার পরিচালক মুফতি মাহমুদ খান জানিয়েছেন। র‍্যাবের দাবী, 'চরমপন্থীরা' বাড়ির ভেতরে তিন থেকে চারটি বিস্ফোরণ ঘটান। বিস্ফোরণের পর বাড়িটিতে আগুন ধরে যায়। পরে তারা সেখান থেকে তিনটি লাশ উদ্ধার করেন। নিহতরা নিষিদ্ধ 'চরমপন্থী' সংগঠন জেএমবি'র সক্রিয় সদস্য ছিলেন এবং রাজশাহীতে বড় ধরনের নাশকতার পরিকল্পনা ছিল তাঁদের। র‍্যাব ওই বাড়ির মালিক রাশিকুল ইসলাম, তাঁর স্ত্রী নাজমা বেগম ও শ্বশুর মো. খুরশেদকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে গেছে।[৪১]

জনমানবহীন চরে পুড়ে ধ্বংস হয়ে যাওয়া বাড়িটি ঘিরে ছিলেন র‍্যাব সদস্যরা। পোড়া ধ্বংসস্তুপ থেকে তিনজনের দেহাবশেষ উদ্ধার করা হয়েছে। ছবিঃ প্রথম আলো ২৯ নভেম্বর ২০১৭

পিলখানা বিডিআর বিদ্রোহের মামলায় হাইকোর্টের রায় ঘোষণা

৪২. গত ২৭ নভেম্বর ২০১৭ পিলখানা বিডিআর বিদ্রোহ মামলার ডেথ রেফারেন্স ও আপিলের চুড়ান্ত রায় ঘোষণা করেন সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি মোহাম্মদ শওকত হোসেন চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন বিচারপতি মোহাম্মদ আবু জাফর সিদ্দিকী এবং বিচারপতি মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম তালুকদারের সমন্বয়ে গঠিত তিন সদস্যের বেঞ্চ। আগে এই মামলার সাড়ে আটশ' অভিযুক্তদের মধ্যে ১৫২ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেয় বিচারিক আদালত। হাইকোর্ট ১৫২

---

[৩৯] **অপারেশন হিট ব্যাক: বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন সাত লাশের চারটিই শিশুর/** প্রথম আলো ১ এপ্রিল ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1130046/

[৪০] **Extremism tackling narrative warrants transparency** /নিউএজ ২৯ এপ্রিল ২০১৭ http://www.newagebd.net/article/14532/extremism-tackling-narrative-warrants-transparency

[৪১] ঢাকা থেকে পদ্মার চরেঃ র‍্যাবের জঙ্গিবিরোধী অভিযানে নিহত ৩/ প্রথম আলো ২৯ নভেম্বর ২০১৭/ http://epaper.prothom-alo.com/view/dhaka/2017-11-29/1

জনের মধ্যে ১৩৯ জনের মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখে। বিচারিক আদালতে মৃত্যুদণ্ড পাওয়া আট অভিযুক্তদের সাজা কমিয়ে তাঁদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং চারজন অভিযুক্তকে খালাস দেয় হাইকোর্ট। অন্যদিকে বিচারিক আদালতে যাবজ্জীবন কারদণ্ড পাওয়া ১৬০ জন অভিযুক্তদের মধ্যে ১৪৬ জনের সাজা বহাল রাখে হাইকোর্ট। অভিযুক্তদের মধ্যে দুইজনের মৃত্যু হয়েছে; আর হাইকোর্ট খালাস দিয়েছে ১২ জনকে। বিচারিক আদালতে খালাস পাওয়া যে ৬৯ জনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষ আপিল করেছিল, তাঁদের মধ্যে ৩১ জনকে হাইকোর্ট যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে। এছাড়া চারজনকে সাত বছর করে কারাদণ্ড এবং ৩৪ জনের খালাসের রায় বহাল রাখা হয়েছে। সব মিলিয়ে হাইকোর্টের রায়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পেয়েছেন ১৮৫ জন। বিচারিক আদালতে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পাওয়া আওয়ামী লীগ নেতা তোরাব আলীকে খালাস দিয়েছে হাইকোর্ট। বাকি ২৫৩ জনের মধ্যে দুইজনকে ১৩ বছরের কারাদণ্ড, ১৮২ জনকে ১০ বছরের কারাদণ্ড, আটজনকে সাত বছরের কারাদণ্ড, চারজনকে তিন বছর কারাদণ্ড দিয়েছে হাইকোর্ট। খালাস পেয়েছেন ২৯ জন। এ ছাড়া ২৮ জনের বিষয়ে আপিল না হওয়ায় তাঁদের বিরুদ্ধে বিচারিক আদালতের দেয়া আগের রায় বহাল রেখেছে হাইকোর্ট।[৪২]

৪৩. উল্লেখ্য, ২০০৯ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি সকালে 'বিডিআর সপ্তাহ' চলাকালে বাংলাদেশ রাইফেল্স সদর দফতরে বিডিআর সদস্যরা সেনাবাহিনী থেকে আসা কর্মকর্তাদের ওপর আক্রমণ চালায়। এই ঘটনায় ৫৭ জন সেনা কর্মকর্তাসহ ৭৪ জন নিহত হন এবং সেনাকর্মকর্তাদের স্ত্রী ও সন্তানদের জিম্মি করে রাখা হয়।[৪৩] বিডিআর জওয়ানরা দাবি করেন যে, সেনাবাহিনী থেকে আসা কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকায় বিডিআর এর সাধারণ সদস্যরা বহু বছর ধরে বিভিন্ন অন্যায় অবিচার ও বঞ্চনার সম্মুখীন হয়েছেন এবং এর কারণেই এই বিদ্রোহ। বিডিআর জওয়ানরা ৫০ দফা দাবি সংবলিত একটি দাবিপত্রও উপস্থাপন করেন।

৪৪. বিদ্রোহের পরদিন ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ বিদ্রোহী জওয়ানদের উদ্দেশ্যে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হলে বিদ্রোহী বিডিআর সদস্যরা অস্ত্র সমর্পণ করেন। এই সময় বিডিআর সদর দফতরে রিপোর্ট করতে আসা বিডিআর সদস্যদের অনেকে র‍্যাবের হাতে আটক হন এবং তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য চোঁখ বেধে অজ্ঞাত জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়। জিজ্ঞাসাবাদের সময় বিডিআর সদস্যদের ওপর নির্যাতনের অনেক অভিযোগ ছিল। নির্যাতনের কারণে বিডিআর সদস্য মনির হোসেন, মোবারক হোসেন, হাবিলদার কাজী সাইদুর রহমান, হাবিলদার মহিউদ্দিন, হাবিলদার জাকির হোসেন ভূঁইয়া ও হাবিলদার রেজাউল করিমের মৃত্যু হয়েছে বলে তাঁদের পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়।

রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন ও সহিংসতা

৪৫. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী নভেম্বর মাসে রাজনৈতিক সহিংসতায় কমপক্ষে ২ জন নিহত ও ৩৬৯ জন আহত হয়েছেন। এই মাসে আওয়ামী লীগের ২৭টি ও বিএনপি'র ২টি অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। এছাড়া আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ১ জন নিহত ও ২৮৯ জন আহত এবং বিএনপি'র অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ১৫ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

৪৬. রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন ও সহিংসতা অব্যাহতভাবে চলছে। আওয়ামী লীগ, আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ-যুবলীগসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের ওপর হামলা করছে এবং বিভিন্ন স্বার্থসিদ্ধি নিয়ে অন্তর্দলীয় কোন্দলের কারণে একে অপরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে। সারাদেশে তারা বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড, দুর্বৃত্তায়ন ও সহিংসতা ব্যাপকভাবে চালিয়ে যাচ্ছে যেমন চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, জমি দখল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সংঘর্ষ ও প্রশ্নপত্র ফাঁস, সাধারণ নাগরিক ও নারীদের ওপর হামলা,

---

[৪২] ৫৭ সেনা কর্মকর্তাসহ ৭৪ জনকে হত্যা: নির্বিচার হত্যার কঠোর সাজা/ প্রথম আলো ২৮ নভেম্বর ২০১৭/ http://epaper.prothom-alo.com/view/dhaka/2017-11-28/1 এবং **১৮৫ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড : হাইকোর্টের রায়:১৩৯ জনের মৃত্যুদণ্ড বহাল/** নয়াদিগন্ত ২৮ নভেম্বর ২০১৭/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/272040

[৪৩] 'সৈনিকদের উল্লাসে উন্মাদনা ছিল, কটূক্তিও করেছের তাঁরা'/ প্রথম আলো ৩০ ডিসেম্বর ২০০৯/ http://epaper.prothom-alo.com/view/dhaka/2009-12-30/1

যৌন হয়রানি ও ধর্ষন ইত্যাদি। অসংখ্য ঘটনার মধ্যে নীচে নভেম্বর মাসে রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন ও সহিংসতার দুটি উদাহরণ তুলে ধরা হলো।

৪৭. গত ৬ নভেম্বর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতা মোহাম্মদ আলমগীর টিপুর নেতৃত্বে নেতাকর্মীরা (নগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দিনের অনুসারী) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা অনুষদের সহযোগী অধ্যাপক মুহাম্মদ আমির উদ্দিনের মাথায় আগ্নেয়াস্ত্র ঠেকিয়ে তাঁকে হত্যার হুমকি দেয়।[৪৪] এরপর গত ৭ নভেম্বর ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা অধ্যাপক মুহাম্মদ আমির উদ্দিনকে অপসরনের দাবীতে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস অবরুদ্ধ করে রাখে এবং মিছিল করে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাশাসনিক ভবনে অবস্থিত রেজিস্ট্রার অফিসে গিয়ে হামলা চালিয়ে ভাংচুর করে। এছাড়া ছাত্রলীগ কর্মীরা রাস্তায় বের হয়ে গিয়ে চারটি গাড়ী ভাংচুর করে। অধ্যাপক মুহাম্মদ আমির উদ্দিন 'করদাতা সুরক্ষা পরিষদ' নামে একটি বেসরকারী সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে বর্তমানে সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রস্তাবিত হোল্ডিং ট্যাক্স বাড়ানোর প্রতিবাদ করে আসছিলেন।[৪৫] এই ঘটনার সংবাদ সংগ্রহকালে বাংলাভিশনের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি শাহজাহান খানকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা।[৪৬]

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আওয়ামীলীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা ভিসি আফিস ও গাড়ী ভাংচুর করে। ছবিঃ ডেইলি স্টার ৮ নভেম্বর ২০১৭

৪৮. গত ৯ নভেম্বর চট্টগ্রামের বাঁশখালী পৌরসদরের জলদী ইউনিয়নের পাইরং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে বাঁশখালীর ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের দলীয় সংসদ সদস্য মোস্তাফিজুর রহমানের সমর্থকদের সঙ্গে আগামী সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন প্রত্যাশী আওয়ামী লীগ নেতা আবদুল্লাহ কবির লিটনের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের সময় উভয় পক্ষ প্রকাশ্যে দেশীয় অস্ত্র এবং আগ্নোয়াস্ত্র নিয়ে একে অপরের ওপর হামলা করে। এই ঘটনায় ৩০ জন আহত হন, আহতদের মধ্যে গুলিবিদ্ধ ছিলেন ১৯ জন।[৪৭]

[৪৪] **চবি ভিসির কার্যালয়ে ছাত্রলীগের হামলা/** নয়াদিগন্ত ৮ নভেম্বর ২০১৭/ www.dailynayadiganta.com/detail/news/266412

[৪৫] BCL activists run amok at CU/ দি নিউএজ ৮ নভেম্বর ২০১৭/ http://www.newagebd.net/article/27898/bcl-activists-run-amok-at-cu

[৪৬] **চবি ভিসির কার্যালয়ে ছাত্রলীগের হামলা/** নয়াদিগন্ত ৮ নভেম্বর ২০১৭/ www.dailynayadiganta.com/detail/news/266412

[৪৭] **বাঁশখালীতে আওয়ামী লীগের দুই গ্রুপে সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ ১৯ : আহত ৩০/** নয়াদিগন্ত ১০ নভেম্বর ২০১৭/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/267061

বিরোধীদলের নেতাকর্মীদের গ্রেফতার ও দমন-পীড়ন এবং সভা-সমাবেশে বাধা

৪৯.২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি'র বিতর্কিত নির্বাচনের পর থেকে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার ব্যাপক দমন-পীড়নের মাত্রা ছাড়িয়ে একনায়কতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশ পরিচালনা করছে। ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে একাদশতম জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এরই মধ্যে আসন্ন নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও অবাধ করার জন্য রাজনৈতিক দল ও নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরির দাবি উঠেছে, যাতে করে আরেকটি ৫ জানুয়ারি ২০১৪ এর মতো প্রতারণামূলক ও বিতর্কিত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে না পারে। কিন্তু সরকার সেটাকে অগ্রাহ্য করে বিরোধীদলের নেতাকর্মীদের ওপর নতুন করে গ্রেফতার অভিযানের মাধ্যমে দমন-পীড়ন শুরু করেছে এবং সভা-সমাবেশে বাধা দিচ্ছে। কোনো ঘরোয়া বৈঠকে জমায়েত হলে বা কোনো সভায় যোগদানের উদ্দেশে গেলে পুলিশ বিরোধীদলের নেতাকর্মীদের নাশকতার পরিকল্পনার কল্পিত অভিযোগে আটক করে মামলা দায়ের করছে।[৪৮] ভুক্তভোগী বিরোধীদলের নেতা-কর্মীদের স্বজনদের অভিযোগ, একবার পুলিশের হাতে গ্রেফতার হলে মামলার আর অন্ত থাকে না। একটির পর একটি মামলায় জড়ানো হয়।[৪৯] এছাড়া বিরোধী রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমনপীড়নের জন্য নেতাকর্মীদের রিমান্ডে নিয়ে আইন-প্রয়োগকারী বাহিনী জিজ্ঞাসাবাদের নামে নির্যাতন করে স্বীকারোক্তি আদায় করছে বলেও অভিযোগ রয়েছে।

৫০.গত ৪ নভেম্বর বিকেলে খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার চৌকুনি গ্রামের একটি বাড়ি থেকে কয়রা উপজেলা বিএনপি সভাপতি অ্যাডভোকেট মোমরেজুল ইসলাম, পাইকগাছা উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক ডা. আব্দুল মজিদ, পাইকগাছা পৌর বিএনপির আহবায়ক অ্যাডভোকেট আব্দুস সাত্তার ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান শাহাদাত হোসেন ডাবলুসহ কয়রা ও পাইকগাছা উপজেলা বিএনপির ১০ নেতা কর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। কয়রা উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নুরুল আমীন বাবুল অভিযোগ করেন, মহেশ্বরীপুর ইউনিয়ন বিএনপির সেক্রেটারির বাড়িতে একটি দাওয়াতে অংশ নিয়েছিলেন তাঁরা। সেখান থেকে তাঁদেরকে গ্রেফতার করার পর বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা দিয়েছে পুলিশ।[৫০]

৫১. গত ১২ নভেম্বর ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বিএনপির জনসভাকে কেন্দ্র করে ১০ নভেম্বর রাত থেকে ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন এলাকায় পুলিশ বিশেষ অভিযান চালিয়ে মহানগর বিএনপি ও এর অঙ্গ সংগঠনের শতাধিক নেতা কর্মীকে গ্রেফতার করেছে। নতুন করে দায়ের করা কয়েকটি মামলায় যুবদলের সভাপতিসহ নগর বিএনপি ও এর অঙ্গ সংগঠনের বেশ কয়েকজন নেতাকে আসামী করা হয়েছে। [৫১]

৫২.গত ১৭ নভেম্বর জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক আকরামুল হাসানকে পল্টন মোড় থেকে পুলিশ গ্রেফতার করে।

৫৩.এদিকে সরকারিদলের নেতা-কর্মীরা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের সঙ্গে থেকে বিরোধীদলের সভা-সমাবেশ ও মিছিলে হামলা চালিয়ে তা পণ্ড করে দিচ্ছে। বর্তমানে কোনো সভা সমাবেশ বা মিছিল এমনকি ঘরোয়া সভা করার জন্যও পুলিশের অনুমতি নিতে হচ্ছে। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুলিশ বিরোধী দল ও ভিন্নমতাবলম্বীদের সভা-সমাবেশ করার অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে। ফলে সভা-সমাবেশ করার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন বিরোধীদলের নেতাকর্মীরা। অন্যদিকে সরকারিদল বিনা বাধায় যে কোনো

---

[৪৮] ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে গ্রেফতার অভিযান/ নয়াদিগন্ত, ১১ অক্টোবর ২০১৭/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/258984

[৪৯] ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে গ্রেফতার অভিযান/ নয়াদিগন্ত, ১১ অক্টোবর ২০১৭/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/258984

[৫০] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট খুলনার মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[৫১] বিএনপির সমাবেশ আজ, ব্যাপক শোডাউনের প্রস্তুতি/ মানবজমিন ১২ নভেম্বর ২০১৭/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=91556&cat=2/

ধরনের সভা-সমাবেশ করছে এবং তাদের নির্বাচনী প্রতীকের পক্ষে ভোট চাচ্ছে। যদিও সরকার ১২ নভেম্বর বিএনপিকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সমাবেশ করার অনুমতি দেয় এর আগে থেকেই বিএনপিসহ ২০ দলীয় জোটের নেতাকর্মীদের ধরপাকড় এবং তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা দেয়া হয়।

৫৪. গত ৪ নভেম্বর নাটোর জেলার বড়াইগ্রাম উপজেলায় পৌর জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ত্রিবার্ষিক কাউন্সিলের প্রস্তুতি নেয় নেতাকর্মীরা। কিন্তু ৩ নভেম্বর স্থানীয় আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ একই স্থানে কর্মী সমাবেশের ঘোষণা দিয়ে এলাকায় মাইকিং ও মিছিল করে। রাতে বড়াইগ্রাম পৌর ছাত্রদলের সভাপতি প্রার্থী শাহাদাৎ হোসেন শামীমকে পিটিয়ে আহত করে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। পরে অনুষ্ঠান স্থলের আশে পাশে অবস্থান নেয়া ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের বাধার মুখে কাউন্সিল পণ্ড হয়ে যায়।[৫২]

৫৫. "৭ নভেম্বর বিপ্লব ও সংহতি দিবস" উপলক্ষে কুষ্টিয়া বিএনপি গত ১০ নভেম্বর তার জেলা কার্যালয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। কিন্তু পুলিশের বাধার মুখে এই ঘরোয়া সভাটি পণ্ড হয়ে যায়। [৫৩]

৫৬. গত ১১ নভেম্বর কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার বেতিয়ারায় মুক্তিযুদ্ধের সময় ন্যাপ-কমিউনিস্ট পার্টি-ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে গঠিত 'বিশেষ গেরিলা বাহিনী'র নিহত নয় সদস্যের স্মরণে আয়োজিত সভায় ঐক্য ন্যাপের সভাপতি পঙ্কজ ভট্টাচার্যকে বক্তৃতা দিতে বাধা দেয় স্থানীয় জগন্নাথদিঘি ইউনিয়ন যুবলীগের সদস্য আবুল কাশেম মোল্লার নেতৃত্বে ১০-১৫ জন কর্মী। এই সময় ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মীরা আয়োজকদের বিরুদ্ধে আপত্তিকর শ্লোগান দেয় এবং ভবিষৎতে ঐ জায়গায় সমাবেশ না করার ব্যাপারে হুমকি দেয়। পরে পুলিশী পাহাড়ায় পঙ্কজ ভট্টাচার্যকে সভাস্থল থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।[৫৪]

৫৭. গত ৩০ নভেম্বর বিদ্যুৎ এর দাম বাড়ানোর প্রতিবাদে বাম মোর্চা ও সিপিবি-বাসদ এর ডাকে সারা দেশে সকাল ৬ টা থেকে দুপুর ২ টা পর্যন্ত হরতালের সময় পুলিশ দেশের বিভিন্ন জায়গায় মিছিলে হামলা চালিয়ে হরতাল সমর্থকদের ওপর লাঠিচার্জ করে এবং শতাধিক হরতাল সমর্থককে গ্রেফতার করে। হরতালের সময় পুলিশ সিপিবি কার্যালয়ে ঢুকে তল্লাশী চালায় এবং ১১ জন নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করে তাদের ওপর নির্যাতন চালায়।[৫৫]

মত প্রকাশ ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ

৫৮. মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় সরকার ও সরকারদলীয় লোকদের হস্তক্ষেপ অব্যাহত আছে। সরকারের সমালোচনাকারী সাধারণ নাগরিক, বিরোধী রাজনৈতিক কর্মী ও ভিন্নমতাবলম্বীদের সরকার দমন করছে। নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩) এর ৫৭ ধারা প্রয়োগসহ ফৌজদারি আইনের বিভিন্ন ধারায় তাঁদের বিরুদ্ধে হয়রানিমূলক মামলা দায়ের করা হচ্ছে।

৫৯. লক্ষীপুর জেলার কমলনগরে মিজানুর রহমান নামে এক ব্যবসায়ী প্রধানমন্ত্রী ও কৃষিমন্ত্রীর অবমাননাকর ছবি ফেসবুকে পোস্ট দিয়েছেন বলে কমলনগর থানায় অভিযোগ করেন স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের নেতা

---

[৫২] **বড়াইগ্রামে ছাত্রলীগের বাধায় ছাত্রদলের সম্মেলন পণ্ড/** নয়াদিগন্ত ৬ নভেম্বর ২০১৭/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/265873

[৫৩] **কুষ্টিয়ায় বিএনপির সভায় পুলিশের বাধা/** নয়াদিগন্ত ১১ নভেম্বর ২০১৭/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/267388

[৫৪] চৌদ্দগ্রামে বেতিয়ারা দিবস: পঙ্কজ ভট্টাচার্যের বক্তব্য থামিয়ে দিল যুবলীগ/ প্রথম আলো ১২ নভেম্বর ২০১৭/ http://epaper.prothom-alo.com/view/dhaka/2017-11-12/2

[৫৫] ঢিলেঢালাভাবে হরতাল পালিত: ঢাকায় সিপিবির কার্যালয়ে তল্লাশির অভিযোগ/ প্রথম আলো ০১ ডিসেম্বর ২০১৭/ http://epaper.prothom-alo.com/view/dhaka/2017-12-01/2

কর্মীরা। এই অভিযোগের ভিত্তিতে মিজানুর রহমানকে গত ১৫ নভেম্বর পুলিশ গ্রেফতার করে এবং ১৬ নভেম্বর ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ধারায় গ্রেফতার দেখিয়ে তাঁকে আদালতে পাঠায়।[৫৬]

নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩) এখনও বলবৎ রয়েছে

৬০. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী নভেম্বর মাসে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে ৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

৬১. নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩) এর ৫৭ ধারাটি[৫৭] সরকার মানবাধিকার রক্ষাকর্মী, সাংবাদিক, ব্লগার ও সাধারণ মানুষের মতপ্রকাশের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে। আইনটি নিবর্তনমূলক এবং বাক ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে ব্যাহত করাসহ সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সরকারের উচ্চ মহলের ব্যক্তি বা তাঁদের পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে কোন মন্তব্য লেখার কারণে বিভিন্ন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের ও তাঁদের কারাগারে পাঠানোর মত ঘটনা ঘটছে। ফলে ফেসবুকসহ বিভিন্ন সোস্যাল মিডিয়ায় লিখছেন এমন বেশীরভাগ মানুষ নিজেদের সেল্ফ সেন্সরশীপ করতে বাধ্য হচ্ছেন। বর্তমানে সাংবাদিকসহ বহু সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে এই আইনের ৫৭ ধারায় মামলা দায়ের করা হচ্ছে এবং অনেককে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে। সরকার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৪, ৫৫, ৫৬ ও ৫৭ ধারা বাতিল করবেন বলে জানিয়েছেন। তবুও এই আইনের পরিবর্তে প্রস্তাবিত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের যে খসড়া তৈরি করা হয়েছে, তাতে নিবর্তনমূলক এই চার ধারা থাকবে বলে জানা গেছে।

৬২. চট্টগ্রাম বন্দরে লস্কর[৫৮] নিয়োগে অনিয়ম নিয়ে নৌ পরিবহন মন্ত্রী শাজাহান খানের বিরুদ্ধে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেয়ার অভিযোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. আসিফ নজরুলের বিরুদ্ধে গত ২৩ নভেম্বর মাদারীপুর চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মন্ত্রীর চাচাতো ভাই জেলা পরিষদের সদস্য ফারুক খান দণ্ডবিধির ৫০০ ও ৫০১ ধারায় একটি মানহানির মামলা দায়ের করেন। একই দিনে মন্ত্রীর ভাগ্নে সৈয়দ আসাদউজ্জামান মিনার আসিফ নজরুলের বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারায় মাদারীপুর সদর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগটি পুলিশ সদর দফতরে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হলে গত ২৭ নভেম্বর পুলিশ সদর দফতর মামলা করার অনুমোদন দেয় এবং অভিযোগটি মামলা হিসেবে গৃহীত হয়। এই বিষয়ে ড. আসিফ নজরুল *অধিকারকে* বলেন, যে ফেসবুকের আইডি আমলে নিয়ে মামলা হয়েছে সেটি তাঁর ফেসবুকের আইডি নয়।[৫৯] গত ২৮ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ উভয় মামলায় অধ্যাপক আসিফ নজরুলের অগ্রিম জামিন মঞ্জুর করে। আদালত মানহানির মামলায় তাঁকে ১০ সপ্তাহের জামিন মঞ্জুর এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের মামলায় পুলিশের তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল না করা পর্যন্ত জামিন মঞ্জুর করে।[৬০] উল্লেখ্য, ড. আসিফ নজরুল বিভিন্ন সভা-সমাবেশে এবং টিভি টকশোতে বর্তমান সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের

---

[৫৬] ফেসবুকে আপত্তিকর পোস্ট, আটক ১/ মানবজমিন ১৬ নভেম্বর ২০১৭/
www.mzamin.com/article.php?mzamin=92149&cat=9/ এবং অধিকারএর সংগৃহীত তথ্য

[৫৭] ধারা ৫৭: (১) কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়েবসাইটে বা অন্য কোন ইলেকট্রনিক বিন্যাসে এমন কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করেন, যাহা মিথ্যা ও অশ্লীল বা সংশ্লিষ্ট অবস্থা বিবেচনায় কেহ পড়িলে, দেখিলে বা শুনিলে নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ হইতে পারেন অথবা যাহার দ্বারা মানহানি ঘটে, আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে বা ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে বা করিতে পারে বা এ ধরনের তথ্যাদির মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা সংগঠনে[৫৭] র বিরুদ্ধে উস্কানী প্রদান করা হয়, তাহা হইলে এই কার্য হইবে একটি অপরাধ।
(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ করিলে তিনি সর্বনিম্ন সাত বৎসর ও সর্বোচ্চ চৌদ্দ বৎসর কারাদণ্ডে অথবা অনধিক এক কোটি টাকা অর্থদণ্ডে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

[৫৮] বন্দরে জাহাজ ভিরলে যারা জাহাজকে জেটির সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধে ।

[৫৯] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মাদারীপুরের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন।

[৬০] HC grants anticipatory bail to Asif Nazrul in two cases/ নিউ এজ, ২৯ নভেম্বর ২০১৭/
http://www.newagebd.net/article/29390/hc-grants-anticipatory-bail-to-asif-nazrul-in-two-cases

কঠোর সমালোচনা করছিলেন। বিশেষ করে ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি'র বিতর্কিত নির্বাচনের ব্যাপারে তিনি বিভিন্ন মিডিয়ায় বক্তব্য দিয়ে আসছেন।

সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা

৬৩. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী নভেম্বর মাসে পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় ৫ জন সাংবাদিক আহত ও ১ জন হুমকির সম্মুখীন হয়েছেন।

৬৪. সরকার অধিকাংশ সংবাদ মাধ্যম, বিশেষত ইলেকট্রনিক মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ করছে এবং বিভিন্নভাবে সংবাদ মাধ্যমের ওপর চাপ সৃষ্টি করে বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদ প্রচার ব্যাহত করছে। রাষ্ট্রীয় টিভি সম্পূর্নভাবে সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। অপরদিকে বিরোধীদলপন্থী ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া- চ্যানেল ওয়ান, দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি এবং আমার দেশ পত্রিকা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

৬৫. গত ১১ নভেম্বর ব্রাক্ষনবাড়িয়া-৩ আসনের ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী একটি বেসরকারি টেলিভিশনের বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে বলেন, "দেশের প্রায় সবক'টি ইলেকট্রিক মিডিয়ার মালিকই কোনো না কোনোভাবে আওয়ামী ঘরানার লোক। তাঁদের এমপ্লয়ি হিসেবে যখন কাজ করেন, এক ধরনের দালালি তো আপনাদের (সাংবাদিক) করারই কথা"।[৬১]

৬৬. গত ৪ নভেম্বর গাজীপুর থেকে প্রকাশিত দৈনিক মুক্ত সংবাদ পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক মোঃ সোহরাব হোসেনকে একটি চাঁদাবাজি মামলায় জেলা গোয়েন্দা পুলিশ গ্রেফতার করে। জানা গেছে সম্প্রতি দৈনিক মুক্ত সংবাদ পত্রিকায় গাজীপুর সদর সাব রেজিস্ট্রার মোঃ মনিরুল ইসলামের দুনীর্তি বিষয়ে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। এরপর মোঃ মনিরুল ইসলাম বাদি হয়ে মুক্ত সংবাদ পত্রিকার সম্পাদকের বিরুদ্ধে জয়দেবপুর থানায় একটি চাঁদাবাজি মামলা দায়ের করেন। ওই মামলার প্রেক্ষিতে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।[৬২]

৬৭. গত ২৯ নভেম্বর পাবনা জেলার ঈশ্বরদী এলাকায় আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় উপ-কমিটির সম্পাদক অ্যাডভোকেট রবিউল আলম বুদু ৩০ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রীর ঈশ্বরদী আগমন উপলক্ষে প্রচার চালাচ্ছিলেন। এই সময় ভূমিমন্ত্রী শামসুর রহমান শরীফের ছেলে ঈশ্বরদী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি শিরহান শরীফ তমাল ও তাঁর অনুসারী যুবলীগের নেতাকর্মীরা অ্যাডভোকেট বুদু ও তাঁর সমর্থকদের ওপর হামলা চালিয়ে গাড়ী ভাংচুর করে। হামলার ভিডিও ধারণ করতে গেলে সাংবাদিকদের ওপরও তারা হামলা চালিয়ে তাঁদের মারধর করে এবং তাদের ল্যাপটপ, ক্যামেরা ও মোটরসাইকেল ভাংচুর করে। এই ঘটনায় সময় টিভি ও বাংলাদেশ প্রতিদিনের পাবনা প্রতিনিধি সৈকত আফরোজ আসাদ, এটিএন নিউজের পাবনা প্রতিনিধি রিজভী রাইসুল জয় এবং ডিবিসি নিউজের পাবনা প্রতিনিধি পার্থ হাসান ও ক্যামেরাপারসন মিলন হোসেন গুরুতর আহত হন। আহত সাংবাদিকদের পাবনা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।[৬৩]

---

[৬১] সাংবাদিকদের গালমন্দ করলেন সাংসদ/ প্রথম আলো ১২ নভেম্বর ২০১৭/ http://epaper.prothom-alo.com/view/dhaka/2017-11-12/2

[৬২] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গাজীপুরের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন।

[৬৩] পাবনায় ভূমিমন্ত্রীর ছেলের নেতৃত্বে চার সাংবাদিককে মারধর/ মানবজমিন ৩০ নভেম্বর ২০১৭/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=94304&cat=2/এবং অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পাবনার মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

শ্রমিকদের অধিকার

তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের অবস্থা

৬৮. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী নভেম্বর মাসে তৈরি পোশাক শিল্পের ২৩ জন শ্রমিক আহত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ৮ জন শ্রমিক বয়লার বিস্ফোরণে এবং ১৫ জন শ্রমিক কারখানার ভেতরে আগুনের হাত থেকে বাঁচার জন্য তাড়াহুড়ো করতে নামতে যেয়ে পদদলিত হয়ে আহত হয়েছেন।

৬৯. তৈরি পোশাক শিল্প বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একটি প্রধান ক্ষেত্র। এই শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের অবদান অপরিসীম। অথচ শ্রমিকদের না জানিয়ে কারখানা বন্ধ করে দেয়া, শ্রমিক ছাঁটাই ও সেই সঙ্গে বেতন সঠিক সময়ে প্রদান না করার ঘটনা প্রায়ই ঘটছে এবং এর ফলে শ্রমিক অসন্তোষের সৃষ্টি হচ্ছে। বহু কারখানায় শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার থেকে বঞ্চিত এবং অনেক কারখানায় বিশেষ করে নারী শ্রমিকরা বিভিন্ন ধরনের বঞ্চনা এবং শারীরিক ও মানসিক নিপীড়নের শিকার হচ্ছেন। এছাড়া মাঝে মাঝে কারখানা কর্তৃপক্ষের গাফলতির কারণে অগ্নিকান্ডসহ অনেক দুর্ঘটনা ঘটছে যাতে শ্রমিকরা ভিকটিম হচ্ছেন।

৭০. গত ২০ নভেম্বর নারায়ণগঞ্জ জেলার সিদ্ধিরগঞ্জ ইউপিজেডের ভিতরে অনন্ত এ্যাপারেলস নামে একটি পোশাক কারখানার পাঁচতলা ভবনের দোতলায় আগুন লাগে। এই ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে তাড়াহুড়া করে নামার সময় ১৫ জন শ্রমিক আহত হন। এরমধ্যে ১২ জন শ্রমিককে নারায়ণগঞ্জ ৩০০ শয্যা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।[৬৪]

৭১. গত ২২ নভেম্বর চট্টগ্রামের কতোয়ালি মোড়ে শ্রমিক ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে বিক্ষোভ ও সমাবেশ করেছে সানম্যান গ্রুপের মালিকাধীন গোল্ডেন হাইটস্ ও আলফা টেক্সটাইল নামের দুটি পোশাক কারখানার শ্রমিক-কর্মচারীরা। শ্রমিকরা জানান, নগরের কালুরঘাট শিল্প এলাকায় অবস্থিত গোল্ডেন হাইটস্ের ৬০ জন এবং আলফা টেক্সটাইলের ২৩৪ জন শ্রমিক কর্মচারীকে ছাঁটাই করে কর্তৃপক্ষ। ছাঁটাই করার পর শ্রমিকদের প্রাপ্য পরিশোধ করা হচ্ছে না বলে শ্রমিকরা জানান।[৬৫]

২৯৪ শ্রমিক ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন চট্টগ্রামের সানম্যান গ্রুপের দুই পোশাক কারখানা-আলফা টেক্সটাইল ও গোল্ডেন হাইটসের শ্রমিকেরা। তাঁদের দাবি, অবৈধভাস্তে তাঁদের ছাঁটাই করেছে মালিকপক্ষ। ছবিঃ প্রথম আলো ২৩ নভেম্বর ২০১৭

---

[৬৪] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নারায়ণগঞ্জের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[৬৫] শ্রমিক ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে বিক্ষোভ চট্টগ্রামে / প্রথম আলো ২৩ নভেম্বর ২০১৭/ http://epaper.prothom-alo.com/view/dhaka/2017-11-23/12

অন্যান্য শ্রমিকদের অবস্থা

৭২. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী নভেম্বর মাসে ৪ জন শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ৩ জন নির্মান শ্রমিক নির্মাণাধীন ভবন থেকে পড়ে নিহত হয়েছেন ও ১ জন জাহাজ ভাঙ্গার শ্রমিক জাহাজ থেকে পড়ে যেয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

নির্মাণ শ্রমিকদের অবস্থা

৭৩. দেশের রাস্তাঘাট, ব্রিজ, বাড়ি ইত্যাদি নির্মাণে নির্মাণ শ্রমিকদের অবদান অপরিসীম। কিন্তু এই শ্রমিকরা বিভিন্নভাবে বৈষম্য এবং বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন। এই ইনফরমাল সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য কোন সুস্পষ্ট নীতিমালা তৈরি করা হয়নি। প্রখর রোদ এবং বৈরী আবহাওয়ার মধ্যেই এঁদের অনেকেই খোলা আকাশের নীচে কাজ করেন। অথচ তাঁদের কাজের জন্য কোন নূন্যতম মজুরি ধার্য করা হয়নি। ফলে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তাঁরা মজুরিসহ বিভিন্ন ধরনের বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। নারী শ্রমিকরা তাঁদের শিশুদের কর্মস্থলের কাছে গাছের নিচে বা কোন কাছাকাছি জায়গায় রেখে কাজ করতে বাধ্য হন এবং তাঁদের স্যানিটেশনের পর্যাপ্ত সুযোগ না থাকায় কম পানি খেয়ে সারাদিন কাজ করার কারণে অনেকেই কিডনী রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন।

ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানবাধিকার

৭৪. ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিক ও তাঁদের উপাসনালয়ে হামলার ঘটনা অব্যাহত আছে। এইসব ঘটনাগুলোর অধিকাংশতেই সরকার দলীয় ব্যক্তিদের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ পাওয়া গেছে। আবার কিছু ঘটনার সঙ্গে বিরোধী দলের নেতাকর্মীরা সংশ্লিষ্ট রয়েছে বলে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাছ থেকে অভিযোগ এসেছে। *অধিকার* মনে করে, এই ধরনের ঘটনায় সরকার দলীয় ব্যক্তি বা বিরোধী দলের নেতাকর্মী যেই জড়িত থাকুক না কেন তাদের বিরুদ্ধে আইনুনাগ ব্যবস্থা নিতে হবে। কিন্তু অতীতে এই ধরনের ঘটনাগুলোর বিচার না হওয়ায় এবং সেই ঘটনাগুলোকে রাজনীতিকীকরণের কারণে এই ধরনের ঘটনা ঘটেই চলেছে এবং সাধারণ দরিদ্র ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠির নাগরিকরা হামলার শিকার হচ্ছেন।

৭৫. গত ১১ নভেম্বর নড়াইল জেলার কালিয়া পৌর শহরের ডাকবাংলা চত্বরের পাশেই আওয়ামী যুব লীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে নড়াইল-১ আসনের আওয়ামী লীগের দলীয় সংসদ সদস্য কবিরুল হক মুক্তি এক সমাবেশ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সন্ধ্যায় আলোচনা সভার পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলাকালে সমাবেশ স্থলের পাশেই সার্বজনীন শীতলা মন্দিরের পাঁচটি মূর্তি ভাংচুর করে দুর্বৃত্তরা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক মন্দির কমিটির সদস্য জানান, যুবলীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠান চলাকালে উচ্ছৃঙ্খল কিছু যুবক মূর্তি ভাংচুরের ঘটনা ঘটাতে পারে। এই ঘটনায় পুলিশ কাউকেই গ্রেফতার করেনি।[৬৬]

৭৬. গত ৫ নভেম্বর রংপুর জেলার গঙ্গাচড়া উপজেলার খলেয়া ইউনিয়নের ঠাকুরপাড়া এলাকার টিটু রায় (৪০) নামে এক ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম ও মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ) কে নিয়ে 'ফেসবুকে' কটুক্তি করে প্রচার চালায় বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। এই ঘটনায় গত ৬ নভেম্বর আলমগীর হোসেন নামে এক ব্যবসায়ী টিটু রায়কে অভিযুক্ত করে গঙ্গাচড়া থানায় মামলা দায়ের করে। টিটু রায় নারায়ণগঞ্জ জেলার ফতুল্লায় তাঁর স্ত্রী ও সন্তান নিয়ে বসবাস করায় পুলিশ সেখানে অভিযান চালায়। কিন্তু পুলিশ টিটু রায়কে গ্রেফতার করতে না পারায়

[৬৬] কালিয়ায় এমপির সমাবেশ স্থলের পাশেই মূর্তি ভাংচুর/ যুগান্তর ১৩ নভেম্বর ২০১৭/ https://www.jugantor.com/second-edition/2017/11/13/171465

এলাকায় এই নিয়ে উত্তেজনা চলতে থাকে।[৬৭] গত ১০ নভেম্বর জুমার নামাজ শেষে এলাকার দশটি মসজিদ থেকে এই ঘটনার প্রতিবাদে ঠাকুরপাড়া গ্রামে মানববন্ধন ও সমাবেশের ডাক দেয়া হয়। এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে প্রায় দশ হাজারের বেশী মুসল্লি মানববন্ধন ও সমাবেশে যোগ দেয়। সমাবেশ চলাকালে একটি মহল হঠাৎ উত্তেজনা ছড়িয়ে দিলে দুর্বৃত্তরা হিন্দু সম্প্রদায়ের ২০ টি বাড়িতে ও মন্দিরে হামলা চালিয়ে লুটপাট এবং অগ্নিসংযোগ করে বলে অভিযোগ রয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলে পুলিশের সঙ্গে বিক্ষুদ্ধদের সংঘর্ষ বাধে এবং সংঘর্ষের সময় হাবিবুর রহমান (২৬) নামে এক ব্যক্তি পুলিশের গুলিতে নিহত হন। এছাড়া পুলিশসহ ৩০ ব্যক্তি আহত হন।[৬৮] এই ঘটনায় এস আই রেজাউল করিম বাদী হয়ে তিন হাজার অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিকে আসামী করে মামলা দয়ের করেছেন। পুলিশ ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে ১০০ জনকে গ্রেফতার করেছে, যাঁদের অধিকাংশই জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্র শিবিরের নেতাকর্মী।[৬৯] গত ১৪ নভেম্বর নীলফামারী জেলার জলঢাকা থেকে গোয়েন্দা পুলিশ টিটু রায়কে গ্রেফতার করে।[৭০]

৭৭. গত ১৭ নভেম্বর রাতে নওগাঁ জেলার আত্রাই উপজেলার বড়কালিকাপুর গ্রামের কালীমন্দিরে দুর্বৃত্তরা কালী প্রতিমাসহ সব প্রতিমা ভাংচুর করে। এই ঘটনায় আত্রাই থানা পুলিশ রানীনগর উপজেলার মিরাট ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম প্রামানিকসহ ছয়জনকে গ্রেফতার করেছে।[৭১]

নারীর প্রতি সহিংসতা

৭৮. নারীদের প্রতি সহিংসতা অব্যাহত আছে। নভেম্বর মাসে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী যৌতুক, ধর্ষণ, এসিড সন্ত্রাস এবং যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। নারীর প্রতি সামাজিক নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী, আইন ও বিচার ব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রিতা, ভিক্টিম ও সাক্ষীর নিরাপত্তার অভাব, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়ন, আর্থিক ও রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের আধিপত্য, নারীর অর্থনৈতিক দুরাবস্থা, দুর্বল প্রশাসন ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে নারীরা সহিংসতার শিকার হচ্ছেন ও ভিকটিম নারীরা বিচার না পাওয়ায় অপরাধীরা উৎসাহিত হচ্ছে এবং সহিংসতার পরিমান বেড়েই চলেছে।

ধর্ষণ

৭৯. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী নভেম্বর মাসে মোট ৪৫ জন নারী ও মেয়ে শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে। এঁদের মধ্যে ১০ জন নারী ও ৩৫ জন মেয়ে শিশু। ঐ ১০ জন নারীর মধ্যে ৬ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন ও ১ জনকে ধর্ষণের পরে হত্যা করা হয়েছে। ৩৫ জন মেয়ে শিশুর মধ্যে ৪ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন ও ১ জন ধর্ষণের পর আত্মহত্যা করেছেন। এই সময়কালে ১০ জন মেয়ে শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

---

[৬৭] ফেসবুকে স্ট্যাটাসের জেরে ৮ বাড়িতে আগুন, গুলিতে নিহত ১/ প্রথম আলো ১১ নভেম্বর ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1362536/

[৬৮] ফেসবুকে ইসলাম ধর্ম নিয়ে কটূক্তি:রংপুরে পুলিশ- মুসল্লি সংঘর্ষে নিহত ২ আহত ৩০/ যুগান্তর ১১ নভেম্বর ২০১৭/ https://www.jugantor.com/first-page/2017/11/11/170675/

[৬৯] ধর্মীয় অবমাননার অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হয়নি: রংপুরের ঘটনায় গ্রেপ্তার ১০০ ফরিদপুরে আরেকটি হামলা/ প্রথম আলো ১৩ নভেম্বর ২০১৭/ http://epaper.prothom-alo.com/view/dhaka/2017-11-13/20

[৭০] রংপুরে ধর্ম অবমাননা নিয়ে আগুন: সেই টিটু রায় গ্রেফতার/ যুগান্তর ১৫ নভেম্বর ২০১৭/ https://www.jugantor.com/last-page/2017/11/15/171782

[৭১] **আত্রাইয়ে কালীমন্দিরে প্রতিমা ভাঙচুর : আ'লীগ নেতাসহ গ্রেফতার ৬/** নয়াদিগন্ত ১৯ নভেম্বর ২০১৭/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/269649

৮০.শরীয়তপুর জেলার ভেদরগঞ্জ উপজেলা নারায়ণপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আরিফ হোসেন হাওলাদার গোপনে ছবি তুলে ফাঁদে ফেলে ছয়জন নারীকে বিভিন্ন সময়ে ধর্ষণ করে এবং এইসব ছবির ভিডিও ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেয়।[৭২] পরে এক নারী ধর্ষক আরিফ হোসেন হাওলাদারের বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে ভেদরগঞ্জ থানায় মামলা দায়ের করেন। পুলিশ আরিফ হোসেন হাওলাদারকে এখনও গ্রেফতার করতে পারেনি।[৭৩]

যৌতুক সহিংসতা

৮১.*অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী নভেম্বর মাসে ১৯ জন নারী যৌতুক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। ৫ জন নারীকে যৌতুকের কারণে হত্যা করা হয়েছে, ১২ জন বিভিন্নভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন এবং ২ জন আত্মহত্যা করেছেন।

৮২.গত ৯ নভেম্বর নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার মুড়াপাড়া ইউনিয়নের দড়িকান্দি এলাকায় যৌতুকের তিন লক্ষ টাকা দিতে না পারায় গৃহবধু শারমীন আক্তারকে তাঁর স্বামী সেলিম মিয়া ও শ্বশুড় মোজাম্মেল হক ঘরের ভেতরে আটকে রেখে পিটিয়ে হাত-পা ভেঙ্গে ফেলে এবং শরীরের বিভিন্ন অংশ কোদালের আঘাতে থেঁতলে দেয়। খবর পেয়ে পুলিশ গৃহবধুকে উদ্ধার করে। তাঁকে ঢাকা পঙ্গু হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এই ঘটনায় রূপগঞ্জ থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং পুলিশ অভিযুক্ত সেলিম মিয়াকে গ্রেফতার করেছে।[৭৪]

বখাটেদের দ্বারা উত্ত্যক্তকরণ

৮৩.*অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী নভেম্বর মাসে মোট ২৪ জন নারী বখাটেদের দ্বারা হয়রানি ও সহিংসতার শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ৪ জন অপমান সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছেন, ২ জনকে হত্যা করা হয়েছে, ২ জন আহত, ৩ জন লাঞ্ছিত এবং ১৩ জন নারী বিভিন্নভাবে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। এছাড়া যৌন হয়রানির প্রতিবাদ করতে গিয়ে বখাটেদের হাতে ১ জন পুরুষ নিহত এবং ৪ জন পুরুষ আহত হয়েছেন।

৮৪.খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলার এলবিকে সরকারী মহিলা কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী জয়ী মণ্ডলকে এসএন কলেজ শাখা আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের সভাপতি ইনজামামুল হক মির্জা ও ইউনিয়ন ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক মৃধা সাইফুল হোসেন টুটুল প্রায়ই উত্যক্ত করতো। গত ৩ নভেম্বর জয়ী মণ্ডল প্রাইভেট পড়তে যাওয়ার সময় ইনজামামুল তার হাত ধরে টেনে একটি ঘরের মধ্যে নিয়ে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে। এ ঘটনার পর জয়ী মণ্ডল কলেজ হোস্টেলে ফিরে আত্মহত্যা করেন।[৭৫] গত ৭ নভেম্বর ভিকটিমের পিতা দাকোপ থানায় মামলা দায়ের করেন। ১২ নভেম্বর মামলার প্রধান অভিযুক্ত ইনজামামুল খুলনা সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে আত্মসমার্পন করে। বর্তমানে ইনজামামুল খুলনা জেল হাজতে বন্দি আছে।[৭৬]

---

[৭২] ৬ নারীকে ধর্ষণের পর ভিডিও ইন্টারনেটে ছড়ালেন ছাত্রলীগ নেতা/ মানবজমিন ১১ নভেম্বর ২০১৭/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=91447&cat=2/

[৭৩] ছয় নারীকে ধর্ষণের ভিডিও প্রকাশ: ভেদরগঞ্জের সেই ছাত্রলীগ নেতার বিরুদ্ধে মামলা/ যুগান্তর ১২ নভেম্বর ২০১৭/ https://www.jugantor.com/news/2017/11/12/170993/

[৭৪] অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নারায়ণগঞ্জের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[৭৫] অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট খুলনার মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন।

[৭৬] অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট খুলনার মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন।

মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে প্রতিবন্ধকতা

৮৫.বর্তমান সরকার *অধিকার* এর ওপর হয়রানি অব্যাহত রেখেছে। ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার *অধিকার* এর বিভিন্ন মানবাধিকার প্রতিবেদনের কারণে এর ওপর হয়রানি শুরু করে। এরপর ২০১৩ সালে ৫ ও ৬ মে হেফাজতে ইসলামের সমাবেশকে কেন্দ্র করে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনার ওপর *অধিকার* প্রতিবেদন প্রকাশ করার পর ২০১৩ সালের ১০ অগাস্ট রাতে *অধিকার* এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খানকে পুলিশের গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)'র সদস্যরা তুলে নিয়ে যেয়ে পরবর্তীতে আদিলুর এবং *অধিকার* এর পরিচালক এএসএম নাসির উদ্দিন এলানকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত আইন ২০০৯ এর ৫৭/১ ধারায়) এ অভিযুক্ত করে। আদিলুর এবং এলানকে যথাক্রমে ৬২ ও ২৫ দিন আটক রাখা হয়। *অধিকার* এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খান, *অধিকার* এর কর্মীবৃন্দ এবং *অধিকার* এর কার্যালয়ের ওপর গোয়েন্দাদের নজরদারী চলছে এবং *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সারাদেশের মানবাধিকার কর্মীদের ওপর নজরদারীসহ মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা প্রদান অব্যাহত আছে।

৮৬.এরই মধ্যে মানবাধিকার কর্মী যাঁরা দেশের বর্তমান নিপীড়নমূলক পরিস্থিতিতে সাহসের সঙ্গে নিরপেক্ষভাবে তথ্য সংগ্রহ করছেন তাঁরা হয়রানীর সম্মুখিন হচ্ছেন। তথ্য সংগ্রহ করতে যেয়ে ২০১৬ সালে *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভোলার মানবাধিকার কর্মী আফজাল হোসেন আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হন[৭৭] এবং ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সিরাজগঞ্জের মানবাধিকার কর্মী আবদুল হাকিম শিমুল ক্ষমতাসীনদলের নেতা শাহজাদপুর পৌরসভার মেয়র এবং জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক হালিমুল হক মিরু'র গুলিতে নিহত হন। কুষ্টিয়া ও মুন্সীগঞ্জ জেলায় *অধিকার এর* সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তিনজন মানবাধিকার কর্মী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত আইন ২০০৯ এর ৫৭/১ ধারায়) এ অভিযুক্ত হয়ে কারাগারে বন্দি ছিলেন।[৭৮]

৮৭.*অধিকার* এর মানবাধিকার সংক্রান্ত সমস্ত কার্যক্রম ব্যাহত করার জন্য তিন বছরের বেশী সময় ধরে সবগুলো প্রকল্পের অর্থছাড় বন্ধ করে রাখা, সংস্থার নিবন্ধন নবায়ন না করা এবং নতুন কোন প্রকল্পের অনুমোদন সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রেখেছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনস্থ এনজিও বিষয়ক ব্যুরো। নেদারল্যান্ডস দূতাবাসের সহযোগিতায় "হিউম্যান রাইটস রিসার্চ এন্ড এডভোকেসি" প্রকল্পের টাকা দাতার কাছ থেকে আসতে বিলম্ব হওয়ায় *অধিকার* প্রকল্প যাতে সময়মত শেষ হয় সেজন্য তার নিজস্ব তহবিল থেকে ১৮ লক্ষ ৪৫ হাজার ৩৮ টাকা খরচ করে। ২০১৩ সালের ১৪ জুলাই *অধিকারএর* আবেদন সাপেক্ষে ৩য় বর্ষের বাজেট অনুযায়ী শেষ কিস্তির টাকা *অধিকারএর* মাদার একাউন্টে পাঠায় নেদারল্যান্ডস দূতাবাস। নিরীক্ষা প্রতিবেদন ও কার্যক্রমের প্রতিবেদনসহ সমস্ত হিসাব-নিকাশ এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে জমা দেয়ার পরও এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এই টাকা উত্তোলন করার জন্য *অধিকারকে* অনুমতি দেয়নি। ফলে উল্লেখিত টাকা এখনও ব্যাংকে আটকে রাখা হয়েছে।

৮৮.এছাড়া ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহযোগিতায় 'এডুকেশন অন দি কনভেনশন এগেইনস্ট টর্চার এন্ড অপকেট এওয়্যারনেস্ প্রোগ্রাম ইন বাংলাদেশ' নামক প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য *অধিকারকে* এনজিও বিষয়ক ব্যুরো দুই বছরের অনুমতি দেয়। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো উল্লেখিত প্রকল্পের ২য় বর্ষের অনুদানের ৫০% অর্থ ছাড় দেয়নি। ফলে প্রকল্পের কিছু কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় নাই। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো থেকে অর্থছাড় না পাওয়ার কারণে ইউরোপীয় ইউনিয়নের আটত্রিশ লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার পাঁচশত তেতাল্লিশ টাকা

[৭৭] বিস্তারিত জানতে অধিকারের মার্চ ২০১৬ এর মানবাধিকার রিপোর্ট দেখুন/ www.odhikar.org/**মানবাধিকার-প্রতিবেদন-১-৩**

[৭৮] বিস্তারিত জানতে অধিকারের ফেব্রুয়ারি ২০১৭ এর মানবাধিকার রিপোর্ট দেখুন/ www.odhikar.org/**মানবাধিকার-প্রতিবেদনঃ-**

ব্যাংকে আটকে রয়েছে। এই ব্যাপারে ইউরোপীয় ইউনিয়নের পক্ষ থেকে কয়েক দফা উদ্যোগ নেয়া হলেও বিষয়টি এখনও নিষ্পত্তি হয়নি।

৮৯. *অধিকার* এর সমস্ত হিসাব রয়েছে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকে। ২০১৩ সালে সরকার *অধিকার* এর ওপর যে নিপীড়ন শুরু করে, তখন থেকে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকও *অধিকারকে* বিভিন্নভাবে হয়রানি করতে থাকে। বর্তমানে *অধিকার* এর সমস্ত একাউন্ট স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক স্থগিত করে রেখেছে। এই ধরনের প্রতিকুলতার মধ্যেও *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীরা মানবাধিকার রক্ষার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকার কারণেই স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে এখনও তাঁরা কাজ করে চলেছেন।

পর্ব ৩ঃ সুপারিশ

সুপারিশসমূহ

১. *অধিকার* রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সদস্যদের জীবন ও অধিকার রক্ষার্থে অবিলম্বে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে জাতিসংঘের উদ্যোগে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর পূর্ণ রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবী জানাচ্ছে। এছাড়াও *অধিকার* জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কার্যকর উদ্যোগ নেয়ার আহ্বান জানাচ্ছে। *অধিকার* আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে মিয়ানমার সরকারের ওপর কঠোর চাপ প্রয়োগ করে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করতে এবং সেই সঙ্গে মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত মিয়ামার সেনাবাহিনী, চরমপন্থী বৌদ্ধসহ দায়ীদের বিচারের আওতায় আনার দাবি জানাচ্ছে।

২. *অধিকার* সীমান্তে বাংলাদেশী নাগরিকদের ভারতীয় বিএসএফ বাহিনী কর্তৃক হত্যা নির্যাতনসহ সব ধরণের মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করার দাবী জানাচ্ছে। সেই সঙ্গে ভারতের বাংলাদেশকে পানির ন্যায্য অধিকার দিতে এবং বাংলাদেশে কৃত্রিমভাবে বন্যা সৃষ্টির সমস্ত কার্যক্রম অবিলম্বে বন্ধ করতে আহ্বান জানাচ্ছে। বাংলাদেশে প্রাণ-পরিবেশ ধ্বংসের সম্ভাবনা সৃষ্টিকারী রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ বন্ধ করা এবং অসম বাণিজ্যে ভারসাম্য আনারও দাবী জানাচ্ছে *অধিকার*।

৩. বিচারবিভাগের ওপর সরকারের হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে এবং সরকারকে বিচার বিভাগ নিয়ন্ত্রনের কর্মকাণ্ড থেকে নিবৃত হতে হবে।

৪. সরকারকে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনের ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থা গুলোর সংশ্লিষ্ট সদস্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে।

৫. সরকারকে নির্যাতন বিরোধী জাতিসংঘ সনদের অপসোনাল প্রোটোকল অনুমোদন করতে হবে এবং নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং রিমান্ডের নামে নির্যাতন বন্ধের জন্য ব্লাস্ট বনাম বাংলাদেশ মামলায় হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগের নির্দেশনা মেনে চলতে হবে।

৬. সরকারকে অবশ্যই জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিটির ১১৯তম সভার সুপারিশগুলো মানতে হবে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের আন্তর্জাতিক নীতিমালা Basic Principles on the use of Force and Firearms by Law Enforcement officials and the UN Code of Conduct for Law Enforcement officials হুবহু মেনে চলতে হবে।

৭. গুম এবং হত্যার ব্যাপারে সরকারকে ব্যাখ্যা দিতে হবে। গুম হওয়া ব্যক্তিদের তাঁদের স্বজনদের কাছে ফেরত দিতে হবে। গুম ও হত্যার সঙ্গে জড়িত আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য এবং জড়িত অন্যান্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে।

৮. গুমকে অপরাধ হিসেব গণ্য করে জাতীয় আইনে অন্তর্ভূক্ত করার জন্য সরকারকে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিটির ১১৯তম সভার সুপারিশগুলো মানতে হবে।

৯. অবিলম্বে গুম হওয়ার বিরুদ্ধে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ২০০৬ সালের ২০ ডিসেম্বর গৃহীত সনদ 'ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দি প্রোটেকশন অফ অল পারসনস্ ফ্রম এনফোর্সড ডিসএপিয়ারেনস্' অনুমোদন করতে হবে।

১০. অবিলম্বে একটি নিরপেক্ষ সরকার অথবা জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে অবাধ, সুষ্ঠু এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠা করে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে।

১১. রাজনৈতিক সহিংসতা বন্ধ করতে হবে। সরকারদলীয় কর্মী-সমর্থকদের দুর্বৃত্তায়ন বন্ধের জন্য সরকারকে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১২. দমনমূলক অসাংবিধানিক এবং অগণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ড থেকে সরকারকে বিরত থাকতে হবে। বিরোধীদল ও ভিন্নমতাবলম্বীদের সমাবেশ করার অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। বিরোধী রাজনৈতিক দল এবং ভিন্নমতাবলম্বীদের হয়রানি করা বন্ধ করতে হবে।

১৩. মতপ্রকাশ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। মানবাধিকার রক্ষাকর্মী ও সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনাগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে দোষী ব্যক্তিদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে।

১৪. আমার দেশ পত্রিকা, দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি ও চ্যানেল ওয়ান টিভির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে।

১৫. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) ও ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনসহ সমস্ত নির্বতনমূলক আইন অবিলম্বে বাতিল করতে হবে।

১৬. তৈরি পোশাক শিল্প কারখানার শ্রমিকদের সমন্বিত সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আনতে, শ্রমিকদের ন্যায্য বেতন-ভাতা দিতে এবং শিল্প কারখানাগুলোকে পরিকল্পিতভাবে সঠিক অবকাঠামো ও পর্যাপ্ত সুবিধাসহ গড়ে তুলতে হবে।

১৭. তৈরি পোশাক শিল্পকারখানাসহ সমস্ত কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার নিশ্চিত করাসহ আইএলও কনভেশন অনুযায়ী শ্রমিকদের অধিকার বাস্তবায়ন করতে হবে। নির্মান শিল্পসহ অন্যান্য ইনফরমাল সেক্টরের শ্রমিকদের জন্য সুষ্ঠু নীতিমালা তৈরি এবং এর প্রয়োগের ব্যাপারে *অধিকার* দাবী জানাচ্ছে।

১৮. নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতা বন্ধে আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে দ্রুত বিচার করে অপরাধীদের শাস্তি দিতে হবে এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াসহ সর্বস্তরে নারীর ওপর সহিংসতা বন্ধে নিয়মিত সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

১৯. *অধিকার* এর সেক্রেটারি এবং পরিচালক এর বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯) এ দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে।

২০. *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের হয়রানি করা বন্ধ করতে হবে এবং সরকারকে অবিলম্বে *অধিকার এর* মানবাধিকার কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়ার জন্য তহবিল ছাড় করতে হবে।